CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-186 ■ 14 April, 2025 ■ আগরতলা ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ৩১ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিদ্যুৎ নিগমের আউটসোর্সিং কর্মীর মৃত্যু ক্ষতিপূরণের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। বিদ্যুৎ নিগমের আউটসোর্সিং কর্মী তাপস নমঃ দাসের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল জিবি হাসপাতাল চত্বর। বেশ কিছুদিন পূর্বে কাজ করতে গিয়ে উপর থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন তাপস। তাকে দ্রুত জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও, চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সহকর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দেয়। তারা অভিযোগ তুলেন, যে বেসরকারি সংস্থার হয়ে তাপস নমঃ দাস কাজ করতেন, তারা কোনো ধরনের সহযোগিতা করেনি। এমনকি দুর্ঘটনার পর চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ নিয়েও তারা উদাসীন ভূমিকা নেয় বলে অভিযোগ উঠেছে।একজন বিদ্যুৎ কর্মী বলেন, বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও আমাদের বেতন অত্যন্ত কম। বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়, গাড়ি ভাড়া দিতে হয়সব মিলিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। আর যখন এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে, তখন কোম্পানি পাশে দাঁড়ায় না। আজ তাপসের সঙ্গে হয়েছে, কাল হয়তো অন্য কারও সঙ্গে হতে পারে। এভাবে কীভাবে নিশ্চিন্তে এই কাজ করব? সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই প্রশ্ন তুলেন তিনি।এদিকে, রবিবার সকালে থেকেই হাসপাতালের সামনে জড়ো হতে থাকেন কর্মীরা। পরবর্তীতে মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার পথে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে রাজপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন বিক্ষোভকারীরা নিয়োগকারী সংস্থার এক আধিকারিককে ধরে গণপিটুনি দেন। এই মৃত্যুকে নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন তাপসবাবুর সহকর্মীরা। তাঁদের দাবি, মৃত কর্মীর পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, স্থায়ী চাকরি ও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিদ্যুৎ অফিস চত্বরে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে

মন্ত্রী সুধাংশুর ফেসবুক পোস্ট বিতর্ক সংখ্যালঘু মোর্চার প্রতিবাদ ঘিরে সরগরম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। মন্ত্রী সুধাংশু দাস সামাজিক মাধ্যমে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাতে নারাজ বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা। মন্ত্রীর সামাজিক মাধ্যমের পোস্টকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ।

উল্লেখ্য, ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে রাজ্য সহ দেশে তোলপাড় পরিস্থিতি চলছে। রাজ্যেও এর আঁচ লক্ষ্য করা গেছে। এই বিষয়ের উপরেই মন্ত্রী সুধাংশু দাস নিজ সামাজিক মাধ্যমে এক মন্তব্য করেছেন। তিনি মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের 'ইসলামিক কট্টরপন্থী জিহাদি" বলে উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেন, গত তিনদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ, মালদা মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যে যে সকল ঘটনাগুলি ঘটেছে সেগুলি জিহাদীদের জন্য স্বাভাবিক। তিনি সনাতনীদের সমস্যার সমাধান বের করার আহ্বান জানান। উনার এই মন্তব্যে সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির আভাস লক্ষ্য করা গেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

এদিকে মন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মন্ত্রী যেভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জিহাদী বলে সম্বোধন করছেন সেটি মোটেও শোভনীয় নয়। মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে গিয়াসউদ্দিন আহমেদ বলেন, "আপনি ৪০ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর মন্ত্রী, এরমধ্যে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাও রয়েছে।" তাই রাজ্যের মন্ত্রীর মুখে এধরনের বক্তব্য শোভা পায় না বলেই মন্তব্য করেন তিনি। এদিকে মন্ত্রীর এই বক্তব্যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে মুসলিম ধর্মাবলম্বী কার্যকর্তাদেরও উপস্থিত থাকার কথা মনে করিয়ে দেন সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ।উল্লেখ্য, এর আগেও বহুবার সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন ইস্যুতে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ওনার ওইসব ফেইসবুক পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বার কয়েক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন তিনি। এবারের এই বক্তব্যে স্বদলীয় কর্মকর্তার প্রতিক্রিয়া ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোড়চর্চা শুরু হয়েছে। তবে কি এই ফেইসবুক পোস্ট কে কেন্দ্র করে দলের অন্তরে অন্তকোন্দল সৃষ্টি হতে পারে? সেটাই বর্তমানে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওয়াকফ বিল ও দুর্নীতির বিরোধীতা ধর্মঘটের সমর্থন সিপিআইএমএল'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সিপিআই(এম এল) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। মূলত রান্নার গ্যাস, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, ওয়াকফ আইন (সংশোধনী)-২০২৫, শ্রমিকস্বার্থ, কৃষি সংকট, এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি সহ একাধিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক।

পার্থ কর্মকার বলেন, ওয়াকফ আইন (সংশোধনী)-২০২৫ মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী। এই আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা সংবিধানের ২৬, ২৯, ৩০ ও ১৪ ধারা লঙ্ঘন করে। তিনি বলেন, এই সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার শুধু মুসলিমদের নয়, সামগ্রিকভাবে সংবিধান ও প্রজাতন্ত্রের আত্মাকেই আঘাত করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরা হয়, রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। উজ্জ্বলা প্রকল্পে সিলিন্ডার এখন ৫৫০ টাকা এবং সাধারণ ভোক্তাদের ক্ষেত্রে ৮৫৩ টাকা। পেট্রোল ও ডিজেলের দামও প্রতি লিটারে ২ টাকা বেড়েছে। অথচ শ্রমিকদের কাজ নেই, মজুরি কম, সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ নেই। এই পরিস্থিতিতে মূল্যবৃদ্ধি জনগণের উপর অন্যায্য বোঝা চাপাচ্ছে।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের বিধায়কদের উপর অসংসদীয় মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন পার্থ কর্মকার। তিনি পরিষদীয় মন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান, অন্যথায় বরখাস্ত করার দাবি তোলেন। এছাড়া তিনি বলেন, গ্রামোন্নয়ন, পূর্ত, পুলিশ, ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। কদমতলা থানা এলাকায় এক নাবালিকা ছাত্রী গণধর্ষণের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত নাবালককে গ্রেপ্তারের জন্য জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে।

পাশের বাড়ির একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত এক নাবালিকা ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে কদমতলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে ১৬ বছর বয়সী এক নাবালকের বিরুদ্ধে ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যভিত্তিক বিঝু মেলার উদ্বোধন

বাজেটে জনজাতিদের উন্নয়নে ৭১৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে এবারের বাজেটে ৭,১৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যা গতবারের তুলনায় ৪০ বেশি। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জাতি জনজাতি একসাথে মিলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা।

আজ সন্ধ্যায় ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমার ছামনুর লক্ষীন্দর পাড়ায় চাকমা জনজাতি গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী ৫১তম রাজ্যভিত্তিক বিজু মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ৫১তম বিজু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদী ভাঙনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আড়াইশো পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ এপ্রিল।। খোয়াই চেবরি পেরিছড়ায় দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর যাবত নদী ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় দুই থেকে আড়াইশো পরিবার। এই এলাকাটি মূলত কৃষি নির্ভর। কৃষি জমির পাশাপাশি এখন বাড়ি ঘরও নদীগর্ভে চলে যাওয়ার উপক্রম দেখা দিয়েছে। অবশেষে আজ বিকেল তিনটা নাগাদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসীরা জানান, গোটা বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধীকারিকদেরকে জানানো হয়েছে। এদিকে বিষয়টি নিয়ে টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে খোয়াই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়াকফ বিরোধী প্রতিবাদে উত্তাল শিলচর

আন্দোলনকারী ও পুলিশের খন্ডযুদ্ধ

শিলচর (অসম), ১৩ এপ্রিল (হি.স.) ।। ওয়াকফ সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদের নামে শিলচরের কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মুসলিম সংগঠনের ডাকে শত শত মানুষ রাস্তায় নেমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে। প্রতিবাদকারীদের ক্ষান্ত করতে গেলে পুলিশকে লক্ষ করে বেজায় পাথর ছোঁড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং প্রতিবাদকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী।

আজ রবিবার সকালে ওয়াকফ সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে শতাধিক মুসলমান জনতার জমায়েত ঘটে শিলচরের বেরেঙ্গা নিউরোড পয়েন্টে। সেখান থেকে হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে প্রতিবাদী জনতা ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে শীঘ্র 'ইসলাম-বিরোধী' সংশোধিত ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবি তুলেন। এই আইন প্রত্যাহার করা না হলে দেশব্যাপী তাঁদের আন্দোলন তীব্রতর করার হুংকার দেওয়া হয়। মিছিলটি চামড়া গুদাম, বেরেঙ্গা, পুরাতন লক্ষ্মীপুর রোড এলাকায় আসে। ইতিমধ্যে মিছিলে পা মেলান শত শত মুসলমান জনতা। মিছিলটি শিলচর শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

এদিকে পুরাতন লক্ষ্মীপুর রোড, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, কালীবাড়ি রোড, ফাটক বাজার সহ একাধিক স্থানে ব্যারিকেড গড়ে তুলে পুলিশ। তা সত্ত্বেও মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা জোরজবরদস্তি ব্যারিকেড ভেঙে এবং টপকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। তখন কয়েক জায়গায় পুলিশের সঙ্গে ঠেলাধাক্কা, ধস্তাধস্তি হয়। এক সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় প্রতিবাদকারীরা। চামড়া গুদাম এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সাইবার প্রতারণা নিয়ে উদ্বেগ, টিএসইসিএল'র জারি সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরা রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সাইবার প্রতারণার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড এক জরুরি জনসচেতনতামূলক সতর্কবার্তা জারি করেছে। কর্পোরেশনের নাম ও পরিচয় ভুয়োভাবে ব্যবহার করে প্রতারকচক্র সাধারণ গ্রাহকদের লক্ষ্যবস্তু করছে বলে জানা গেছে। TSECL-এর তরফে জানানো হয়েছে, একাধিক ভুয়ো বার্তা এবং ফোন কলের মাধ্যমে প্রতারকরা নিজেদের কর্পোরেশনের কর্মী পরিচয় দিয়ে গ্রাহকদের বিদ্যুতবিল বাকি রয়েছে বলে দাবি করছে। সঙ্গে সঙ্গে বিল মেটানোর জন্য চাপ তৈরি করা হচ্ছে কিংবা একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হচ্ছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত গোপন তথ্য চুরি হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি আগরতলার যোগেন্দ্রনগর এলাকায় একটি উদ্বেগজনক ঘটনা সামনে আসে। প্রধানমন্ত্রীর সূর্যঘর যোজনার অধীনে সৌরবিদ্যুৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়াকফ সংশোধনী বিল

কৈলাসহরে বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮, তদন্ত জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ এপ্রিল।। ওয়াকফ আইন সংশোধনীর প্রতিবাদ জানিয়ে কৈলাসহরে বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত আটজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ওয়াকফ আইনের সংশোধনীয় প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় গতকাল কৈলাসহরে। উক্ত মিছিলটি টিলাবাজার থেকে শুরু হয়ে কুবঝার এলাকায় আসার পর মিছিলটি সমাপ্ত হবার কথা ছিল। আন্দোলনকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে শহরে ঢুকার চেষ্টা করলে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৈদ্যনাথের মূর্তি পুনস্থাপনের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং জনপ্রিয় নেতা বৈদ্যনাথ মজুমদারের মূর্তির স্থানে ভগবান রামের মূর্তি স্থাপনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মহল। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

চিঠিতে বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলা নববর্ষ ও সংক্রান্তির আগাম শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি, এই "লজ্জাজনক ও বেদনাদায়ক" ঘটনার বিষয়ে তাঁর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন। চৌধুরী জানান, কৈলাসহর মহকুমার চন্ডিপুর আর ডি ব্লকের শ্রীরামপুর ট্রাইংজাংশনে ২০১২ সালে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে বৈদ্যনাথ মজুমদারের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরই একদল দুষ্কৃতী মূর্তিটি ভেঙে মনু নদীতে ফেলে দেয়।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে মূর্তি পুনঃস্থাপনের উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
৩১ চৈত্র, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ চৈত্র সংক্রান্তি

চৈত্র সংক্রান্তি বা চৈত্র মাসের শেষদিন। বাংলা মাসের সর্বশেষ দিনটিকে সংক্রান্তির দিন বলা হয়। একসময় বাংলায় প্রতিটি ঋতুরই সংক্রান্তির দিনটি উৎসবের আমেজে পালন করতো বাঙালি। কালের বিবর্তনে হারাইয়া গিয়াছে সে উৎসব। তবে আজো বাঙালি আগলে রাখিয়াছে সংক্রান্তির দুটি উৎসবকে। একটি চৈত্র সংক্রান্তি, অপরটি পৌষ সংক্রান্তি।

কথিত আছে, বাংলা পঞ্জিকার চৈত্র মাসের নামকরণ করা হইয়াছিল তিক্রা নক্ষত্র হইতে। পুরাণে আছে, সাতাশটি নক্ষত্রের নামে দক্ষ রাজ সুন্দরী কন্যাদের নামকরণ করিয়াছিলেন। তাহার দু''কন্যার নাম যথাক্রমে চিত্রা ও বিশাখা। এক মাস ব্যবধানে জন্ম বলিয়া এই দুই কন্যার নাম থেকে জন্ম নিল বাংলা দুই মাস; যথাক্রমে চৈত্র ও বৈশাখ।চৈত্রের শেষ আর বৈশাখের শুরু। বাঙালির সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব পালিত হয় এই দুই দিনে। তবে দুয়ের মধ্যে উৎসবের তালিকায় চৈত্র সংক্রান্তির পাল্লা ভারী। বাংলা বর্ষের সর্বাধিক উৎসবের সঙ্গে জড়াইয়া আছে চৈত্র সংক্রান্তির দিনটি। ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে বাঙালি কিংবা বাংলার মানুষ এই দিনকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব পালন করে। কখনো ধর্মীয় বিশ্বাস, কখনো আবহমান বাংলার ঐতিহ্য আর লোক লোকায়িত উৎসবের ধ্বনি পাওয়া যায় এই একটি দিনকে ঘিরিয়া।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে এককালে শাকান্ন পালিত

হইতো। এদিন সকাল বেলাতেই বাড়ির চারপাশের জলা, জংলা, ঝোপঝাড় থেকে শাক তুলিয়া আনতো বাড়ির বউ-ঝিরা। মজার ব্যাপার হইলো এই শাক কিন্তু আবাদি বা চাষ করা হইলে হইবেনা। হইতে হইবে অনাবাদী। এমন চৌদ্দ পদের শাক দিয়াই সেদিন দুপুরের আহার হইতো। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এই আহার ছাড়া বাড়িতে কোনো মাছ মাংসের পদ রান্না

হইতো না। আজো বাংলার কোনো কোনো গ্রামে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে শাকান্ন উৎসব পালিত হয়।

বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব পহেলা বৈশাখ। বাঙালি মাত্রই পহেলা বৈশাখে আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া উঠে। পহেলা বৈশাখ মানেই নতুন ভাবনা নতুন চিন্তাধারায় এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। ফেলিয়া আসা ঝরাজীর্ণ পরিত্যাগ করিয়া নতুনকে অঁকড়াইয়া ধরিবার অদম্য প্রয়াস। ক্যালেন্ডারের পাতায় বাংলা মাসের শেষ মাসের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে হিন্দু বাঙ্গালীরা নানা পরব অনুষ্ঠানে নিজেদের নিয়োজিত করেন। অনেকের বাড়ি ঘরেই পাচন রান্না হয়। এদিন সিংহভাগ মানুষই নিরামিষ আহার করেন। ক্ষেত্র সংক্রান্তি বাঙ্গালীদের একটি ঐতিহ্যবাহী পার্বণও বটে। শহর এলাকায় এই পার্বণের তেমন প্রভাব পরিলক্ষিত না হইলেও গ্রাম ত্রিপুরায় এখনো চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মা-বোনেরা সেমাই তৈরি করা সহ নানা সামগ্রীর নাড়ু তৈরি করিয়া থাকেন। এই ঐতিহ্য হারাইয়া যাইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দীর্ঘ কালের এই ঐতিহ্যকে বাচাইয়া রাখিতে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

চৈত্রের শেষ, বৈশাখের সূচনায় হয় চৈত্র সংক্রান্তি। এই দিন বাঙালিদের বাড়িতে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান হয়।দোলের পরই বাঙালির কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব বাংলা নববর্ষ। তার ঠিক আগেই নীলষষ্ঠী। সন্তানের মঙ্গলের কামনায় পালন করা হয় নীলের পুজো। এছাড়া নববর্ষের আগের দিন চৈত্র সংক্রান্তি।চৈত্র সংক্রান্তি পালিত হয় চৈত্রের শেষ দিনে। ২০২৪ সালে চৈত্র সংক্রান্তি পড়িয়াছে ১৩ এপ্রিল। এরপরই দিনই আসিতেছে নতুন বছরের প্রথম দিন। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পালিত হবে নববর্ষ ১ লা বৈশাখ।চৈত্র সংক্রান্তির ঠিক আগের দিনটিতে এই নীলষষ্ঠী পড়িয়াছে। আকন্দ, ধুতরো, নীল অপরাজিতা, কাঁচা আম দিয়া এই পুজো করা হয়। এই পুজোর দিন পঞ্চামৃত দিয়া শিবের অভিষেক করা হয়।

চৈত্রের শেষ, বৈশাখের সূচনায় হয় চৈত্র সংক্রান্তি। এই দিন বাঙালিদের বাড়িতে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান হয়। নানা রকমের পাঁচ মিশিলি খাবার তৈরি হয়। তাহাতে সব রকমের স্বাদ থাকে। যাহাতে নতুন বছর আসিবার আগে টক, ঝাল, মিষ্টি সব রকমের স্বাদকে সঙ্গে নিয়ে গোটা বছর পালিত হয়।সেই ভাবনা থেকেই এই পদ রান্না হয়।একদিকে যেমন সবরকম দুঃখ-দুর্দশা বছরের শেষ দিনে পিছনে ফেলে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া, তেমনই জীবনের চলার পথে মিষ্টি-টক-তেতো সবরকম অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে নেওয়ার রূপক হল পাঁচন খাওয়ার রীতি।

বসন্তের বিদায়ে গ্রীষ্মের প্রবেশ। মরশুমের এই পরিবর্তনের মাঝের সময়টি সংক্রান্তি। চৈত্র শেষে বৈশাখীদের আগমনে পালিত হয় চৈত্র সংক্রান্তি। এমন এক দিনে বাংলার কোণে কোণে যেমন বহুবিধ লোকাচার পালিত হয়, তেমনই জ্যোতিষ মতেও এই সময় বহুবিধ ঘটনার কথা প্রচলিত।বাংলায় নববর্ষের আগের দিন চৈক্র সংক্রান্তি পালিত হয়। এমন এক দিনে বাড়ি থেকে কাউকে বিদায় করা হয়না। কথিত রহিয়াছে এতে গৃহস্থের ক্ষতি হয়। এমন এক দিনে বাংলা জুড়ে পরম্পরা গাজন, নীলপুজো ইত্যাদি পালিত হয়।শোনা যায়, বাংলা ক্যালেন্ডারের শেষ মাসের নামকরণ

হইয়াছে তিক্রা নক্ষত্র থেকে। পুরাণ মতে , সাতাশটি নক্ষত্রে নাম দক্ষ রাজের সুন্দরী কন্যাদের নামে নামকরণ করা রহিয়াছে। সেই কন্যাদের মধ্যে অন্যতম চিত্রা। অন্যদিকে আরেক কন্যার নাম বিশাখা। মূলত চৈত্র সংক্রান্তির দিন যে গাজন পালিত হইতে দেখা যায়, তার সঙ্গে কৃষক সমাজের একটি যোগ লক্ষ্যণীয়। বৈশাখের আগে সূর্য্যের তেজ প্রশমনের জন্য প্রার্থনা করে গাজন উৎসবের আয়োজন বহু বহু আগে থেকে শোনা যায়।

ভারতের সংবিধানের স্থপতি ডঃ বি.আর.আম্বেদকরের জীবনী

ভূমিকা:-ড.বি.আর.আম্বেদকর অর্থাৎ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর অথবা বাবাসাহেব আম্বেদকর ছিলেন একজন ভারতীয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ (জ্যুরিস্ট), রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, সুবক্তা, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী ও বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী। তিনিই হলেন ভারতের সংবিধানের প্রধান স্থপতি। আজ ওনার জীবনী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো।

জন্ম ও পরিচিতি:- ১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল ড.ভীমরাও আম্বেদকর, অসাধারণ নেতা যিনি পরবর্তীতে দেশের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংবিধান নিয়ে এসেছিলেন, মধ্যপ্রদেশে তার পরিবারে ১৪তম সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামজি মালোজী শাকপাল ও মাতা ছিলেন ভীমাবাই। বলা হয়ে থাকে যে তিনি জন্ম থেকেই প্রতিভাবান কিন্তু ভীমরাও আম্বেদকর মহার জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা অস্পৃশ্য এবং নিম্ন শ্রেণীর হিসাবে বিবেচিত হতো। ফলে তার জীবন কষ্টে ভরে যায়। আম্বেদকর সহ নিম্নবর্ণের সকল সদস্যরা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিব্রত এবং কুসংস্কারের সম্মুখীন হয়েছিল। এমনকি স্কুলেও তার শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার হন।এমনকি তাকে পানির পাত্র স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি। স্কুলের পিয়ন তার জন্য পানি আনতেন, আর যাই হোক, পিয়ন অনুপস্থিত থাকলে তাকে পানির প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো এবং এইভাবে, এই বৈষম্য তাকে এটি সম্পর্কে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলো এবং তিনি তাঁর প্রবৃত্তি অনুসরণ করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন।

শিক্ষাজীবন:- আম্বেদকর ছোটো থেকেই প্রতিভাবান ছিলেন সে কথা তো আগেই বললাম। ১৯০৭ সালে তার মাধ্যমিক পাস করার পর আম্বেদকর তাঁর শিক্ষা চালিয়ে যান এবং ১৯১২ সালে, তিনি তাঁর স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯১৩ এবং ১৯১৫ সালের মধ্যে, তিনি প্রাচীন ভারতীয় ব্যবসায়ের উপর একটি থিসিস লিখেছিলেন। আম্বেদকর তাঁর শিক্ষা অব্যাহত রাখেন এবং ১৯১৫ সালে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর করেন। ১৯১৭ সালে, তিনি তাঁর ডক্টরেটও পেয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে, তিনি লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে যান। যাইহোক, অর্থের স্বল্পতার কারণে, তিনি কিছু সময়ের জন্য তাঁর ডিগ্রি শেষ করতে অক্ষম হন। তবে কিছু সময় পরে, তিনি আবার লন্ডনে চলে যান এবং একই কলেজ থেকে ডিগ্রি শেষ করেন। আম্বেদকর প্রায় ৬৪টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন; তিনি মোট নয়টি ভাষা জানতেন এবং বিশ্বের সমস্ত ধর্ম অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁকে তাঁর যুগের সবচেয়ে শিক্ষিত নেতা এবং দার্শনিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বৈবাহিক জীবন:- ড. ভীমরাও আম্বেদকর, তথাকথিত দলিতদের জন্য ত্রাণকর্তা, ১৯০৬ সালে রমাবাই আম্বেদকরকে বিয়ে করেন। এর পরে, তাদের যশবন্ত নামে একটি ছেলে হয়। তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন কারণ দুর্ভাগ্যবশত, রমাবাই ১৯৩৫ সালে দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য রোগের পরে মারা যান। ভারতীয় সংবিধানের খসড়া অংশ নিয়ে কাজ করার পর ড. ভীমরাও আম্বেদকর বিভিন্ন উপসর্গের সাথে অসুস্থ হয়ে পড়েন, যার কারণে তিনি রাতে ভাল ঘুমাতে পারতেন না কারণ তাঁর পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল এবং তাঁর ডায়াবেটিসের সমস্যাগুলিও আরো জটিল হয়ে গিয়েছিল ফলস্বরূপ তাকে ইনসুলিন নিতে বাধ্য হতে হয়। এইভাবে, তিনি ওষুধের জন্য মুম্বাই যান, যেখানে তিনি ব্রাহ্মণ বর্ণের ডাক্তার শারদা কবিরের সাথে যোগাযোগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৮ সালে তারা দুজনে বিয়ে করেন। বিয়ের পর ড. শারদাও তার উপাধি পরিবর্তন করেন এবং এইভাবে সবিতা আম্বেদকর নামে ডাকা শুরু করেন। একজন প্রয়াসী সমাজ সংস্কারক **হিসেবে অবদান:**- তাঁর কর্মজীবন জুড়ে অনেক ভারসাম্যহীনতা বোঝার পরে, ড.বি.আর. আম্বেদকর সামাজিক পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সর্বভারতীয় শ্রেণী সমিতি গঠন করেন। তিনি সমাজ সংস্কারের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, তার জন্য সমিতি গঠন করেছিলেন। অস্পৃশ্যতার চর্চা, নিম্নবিত্তকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া এবং অন্যান্য অনেক বৈষম্যের মতো পূর্ববর্তী সমস্ত ভারসাম্যহীনতার মধ্য দিয়ে তিনি সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশ আধিপত্যের কারণে, এটি মোটেই সহজ ছিল না। ব্রিটিশ নেতারা চিন্তিত ছিলেন যে এই গোষ্ঠী, রক্ষণশীল এবং অনমনীয় শ্রেণীগুলি নিশ্চিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। থেমে না গেলেও নিম্নবিত্তকে সমর্থন দিতে থাকেন। এইভাবে ১৯২০-এর দশকে, তিনি বোম্বেতে এক বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে যেখানেই তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ এবং দেশের পছন্দগুলি বিরোধিতা করে, তিনি দেশকে অগ্রাধিকার দেবেন, তবে যখনই নিম্ন শ্রেণীর পছন্দ এবং দেশের স্বার্থ সংঘর্ষ হয়। তিনি নিম্ন বিভাগে অগ্রাধিকার দেবেন সেটা সবাই বুঝতে পারে আর সেখান থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন দলিতদের ত্রাণকর্তা। এইভাবে, তিনি সমস্ত দলিতদের প্রত্যাশার দ্বারে দাঁড়িয়েছিলেন এবং নিম্ন অংশের সম্মান নিশ্চিত করার জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করেছিলেন। ১৯২০-এর দশকে তিনি বেশ কয়েকটি অহিংস ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আম্বেদকর:- সহযোগিতামূলক আলোচনার পরে, মহাত্মা গান্ধী এবং বি.আর.আম্বেদকর ১৯৩২ সালের পুনে চুক্তিতে একটি রোডম্যাপে একমত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে, আম্বেদকর "কংগ্রেস এবং গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছে" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধীর অভিযোগকে মানতে না চেয়ে উল্টে প্রশ্ন করেছিলেন কারণ তাঁর প্রতি অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি নাকি হরি সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন!

রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র:- ১৯৩৬ সালে, আম্বেদকর স্বাধীন লেবার পার্টি গঠন করেন। ১৯৩৭ সালের কেন্দ্রীয় বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল ১৫টি আসন পেয়েছিলো। একই বছর, ১৯৩৭ সালে, আম্বেদকর তার 'দ্য অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট' বইটি প্রকাশ করেন যেখানে তিনি হিন্দু ধর্মের নিবেদিতপ্রাণ নেতাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং দেশের বর্ণ কাঠামোর সমালোচনা করেন। পরবর্তীকালে, তিনি 'শুদ্র কারা?' শিরোনামে আরেকটি বই লিখে প্রকাশ করেন। যার ভিতরে তিনি রূপরেখা দিয়েছিলেন যে কীভাবে নীচের সম্প্রদায়গুলি এসেছে এবং এখন চিকিৎসা পাচ্ছে। ভারত ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭সালে তিনি তার রাজনৈতিক দলের (স্বাধীন লেবার পার্টি) নাম পরিবর্তন করে অল ইন্ডিয়া শিডিউলড কাস্ট পার্টি রাখেন। যাইহোক, ভারতের গণপরিষদের জন্য ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে আম্বেদকরের দল ভালো ফল করতে পারেনি। এর পরে, কংগ্রেস এবং মহাত্মা গান্ধী হতদরিদ্রদের হরিজন হিসাবে সাবটাইটেল করেছিলেন। আর এইভাবে, সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের হরিজন বলা শুরু হয়। তবুও, আম্বেদকর, যিনি ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার লক্ষ্যে স্থির ছিলেন, গান্ধীর এই বক্তব্যে খুশি হননি। এভাবে পরে তাদের মধ্যে বেশ কিছু মতবিরোধ দেখা যায়। এরপর বি.আর.আম্বেদকরকে ভাইসরয়ের গভর্নিং বোর্ডে শ্রমমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে, তিনি তাঁর ত্যাগ, প্রচেষ্টা এবং প্রতিশ্রুতির কারণে স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হন।

ভারতের সংবিধান:-আম্বেদকর সমাজের সকল অংশে একটি সত্যিকারের সেতু তৈরির গুরুত্ব তুলে ধরেন। B.R এর মতে আম্বেদকর, দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দূর করা না গেলে, দেশের ঐক্য বজায় রাখা অসম্ভব হবে। এবং এইভাবে, সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে জাতিগত কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং একটি অস্পৃশ্য মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সকলকে সমতা প্রদানের মাধ্যমে একটি সামাজিক বিপ্লব আনা। তিনি ধর্ম, লিঙ্গ এবং বর্ণ সমতার দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। ২৯ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে, ড. আম্বেদকরকে সাংবিধানিক খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়। আম্বেদকর শিক্ষা, সরকারি পদ এবং সরকারি চাকরিতে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির নাগরিকদের জন্য কোটার জন্য বিধানসভার সম্মতি অর্জন করতেও সক্ষম হন।

আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ:- ১৯৫০ সালে, বি আর আম্বেদকর একটি বুদ্ধিজীবী সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্পষ্ট বিরোধী এবং বর্ণ বিভাজনের একজন সোচ্চার বিরোধী এবং শেষ পর্যন্ত, তিনি বৌদ্ধ বিশ্বাস দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে পরিচালিত করেছিল। ভারতে ফিরে এসে তিনি বেশ কিছু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও রচনা করেন। ড. ভীমরাও আম্বেদকর চতুর্থ বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনের জন্য কাঠমান্ডু ভ্রমণ করেন। বি. আর. আম্বেদকরও ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৬-এ একটি গণসমাবেশ করেছিলেন, যে সময় তিনি তার প্রায় পাঁচ লক্ষ সমর্থককে বৌদ্ধ ধর্ম বেছে নিতে আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি তার চূড়ান্ত কাজ শেষ করেন, "বুদ্ধ বা কার্ল মার্কস", তার মৃত্যুর পর ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬-এ প্রকাশিত হয়। আম্বেদকরের প্রাপ্তি: দিল্লির ২৬ আলিপুর লেনে ভীমরাও আম্বেদকরের বাসভবনটি তাঁর স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভে সংস্কার করা হয়েছে। তিনি ১৯৯০ সালে মরণোত্তর (মৃত্যুর পরে) ভারতের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ভারতরত্ন পেয়েছিলেন। অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.বি.আর. আম্বেদকর অন্ধ্র প্রদেশের হায়দ্রাবাদের আম্বেদকর ওপেন ইউনিভার্সিটি এবং বিহারের মুজাফফরপুরের বি.আর. আম্বেদকর বিহার বিশ্ববিদ্যালয় তার নামে নামকরণ করা হয়েছে। নাগপুরের ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, পূর্বে সোনেগাঁও বিমানবন্দর নামে পরিচিত, নাগপুর শহরে অবস্থিত। সংসদ ভবনে আম্বেদকরের একটি বিশাল সরকারি প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। জানা ও অজানা তথ্য: বি আর আম্বেদকর ভারতের পতাকায় অশোক চক্র প্রবর্তন করেন। ভীমরাও আম্বেদকর ২১ বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ধর্ম আয়ত্ত করেছিলেন। আম্বেদকরই প্রথম ভারতীয় যিনি অর্থনীতিতে পিএইচডি সম্পন্ন করার জন্য বিদেশ সফর করেছিলেন। বি.আর. আম্বেদকর স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বি.আর. আম্বেদকর দুবার লোকসভা নির্বাচনে লড়েছিলেন কিন্তু পরাজিত হন। ভীমরাও আম্বেদকর কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা জারি করায় খুশি ছিলেন না এবং তাই তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন। বি আর আম্বেদকর লেবার ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি শিল্পে প্রকৃত কাজের সময়কে ৮ ঘন্টা প্রস্তাব ও পরিবর্তন করেছিলেন যা আগে কমপক্ষে ১২-১৪ ঘন্টা ছিল। বাবাসাহেব একজন মহান পাঠকও ছিলেন, এবং বলা হয় যে তাঁর ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহে ৫০ হাজারেরও বেশি বই রয়েছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম বই সংগ্রহ হতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ এবং হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করার সময়, আম্বেদকর ২২টি অঙ্গীকার করেছিলেন। যার মধ্যে একটিতে তিনি বলেছিলেন, তিনি কখনই কৃষ্ণ এবং রামকে উপাসনা করবেন না, যাদের ঈশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করা হয়। আম্বেদকর ছিলেন বি আর আম্বেদকরের আসল উপাধি। যাইহোক, মহাদেব আম্বেদকর, বি আর আম্বেদকরের প্রশিক্ষক, যিনি তাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন, একাডেমিক রেকর্ডে তার উপাধি পরিবর্তন করে এটিকে আম্বেদকর হিসাবে তৈরি করেন।

ডঃ আম্বেদকরের মৃত্যু:- ড. আম্বেদকর ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালের মধ্যে তার ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব চিন্তিত ছিলেন যখন তিনি ডায়াবেটিস, অস্পষ্ট চাক্ষুষ তীক্ষ্ণতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার সবগুলিই তার স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিল। তার স্বাস্থ্যের অবনতিজনিত কারণে, তিনি ১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

আম্বেদকর জয়ন্তী পালন:- আম্বেদকরের স্মৃতিসৌধ ড. বি.আর. আম্বেদকরকে মানবাধিকারের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি এবং নিম্ন বিভাগের উন্নতির জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়াও, তাঁর জন্মবার্ষিকী প্রতি বছর ১৪ই এপ্রিল আম্বেদকর জয়ন্তী হিসাবে স্মরণ করা হয়। এই দিনটিকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। "আম্বেদকর জয়ন্তী", "ভীম জয়ন্তী" নামেও পরিচিত। এটি অবশ্যই ইঙ্গিত দেয় যে তিনি এখনও তার সহ নাগরিকদের দ্বারা দেশে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য স্মরণীয়।

উপসংহার:- ড. ভীমরাও আম্বেদকর মানবতার জন্য তাঁর অসংখ্য অবদানের জন্য প্রশংসিত। তিনি দলিতদের অধিকারের জন্য অনেক সংগ্রাম করেছিলেন সেই সময়ে যখন দলিতরা অস্পৃশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে অপমানিত হয়েছিল। তাঁকে বেশ কয়েকবার বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি কখনো সাহস ছাড়েননি। পরিবর্তে, তিনি আরও সাহসী হয়ে ওঠেন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে যথেষ্ট অবদান রাখেন এবং এইভাবে, তিনি যা করেছেন তার জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ত্রিপুরী নববর্ষ উৎসব

অমিতাভ বসু

ত্রিপুরী ভাষায় 'বুইসু' অর্থ বছর আর এই শব্দের উৎপত্তি ককবোরোক ভাষার মূল শব্দ "বিসি" থেকে। আক্ষরিক অর্থে, "বুইসু"র অর্থ 'নববর্ষের আগের দিন'। এটি পূর্ববর্তী বছরের শেষ ও পরবর্তী বছরের শুরুর মেলবন্ধন; যা সাধারণত চৈত্র মাসের শেষ দিনে উদযাপিত হয়, এবং ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৩ এপ্রিল ও লিপ ইয়ার হলে ১৪ এপ্রিল পালন করা হয়। 'বুইসু' বা বিজু নামে প্রচলিত উৎসব মূলত চাকমা সম্প্রদায় তিন দিন যাবৎ পালন করেন।

বিজু উৎসবের প্রথম দিনটিকে ফুল বিজু বলা হয় এবং এই দিনটি পূজা ও প্রকৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত। এই দিনে পরিবারের মহিলারা খুব ভোরে ওঠেন। বাড়ির সব জায়গাগুলি ও চারপাশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরিষ্কার করেন যাতে নেতিবাচক বাতাবরণ দূর হয় এবং ইতিবাচক ও পবিত্র পরিবেশ গড়ে ওঠে। ফুল এবং পাতা দিয়ে ঘর সাজানো হয়। উৎসবের প্রথম দিনটি পারিবারিক দেবতাদের এবং পূর্বপুরুষদের স্মরণে ও তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে বিধিগত নানা আচার-অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা দিয়ে শুরু হয়। ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ পরিবারের মঙ্গল কামনার জন্য তাঁদের সর্বোচ্চ দেবতা লাম্প্রার পূজা করেন। তরুণ এবং শিশুরা আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য বয়স্কদের বাড়িতে যান। সন্ধ্যাটি লোকগান এবং ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের মাধ্যমে উদযাপিত হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন ভোজন,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে এবং নতুন বছরের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। বন্ধু -বান্ধব,আত্মীয় -স্বজন,ও প্রিয়জনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিদায়ী বছরে যাদের বিয়ে হয়েছে,

তাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। জামাইদের অত্যন্ত সম্মানিত অতিথির মতো আপ্যায়ন করা হয়। বিজু পর্বন উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের পিঠা আর নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার তৈরি করা হয়। সাধারণত ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরী পদ, 'মুই বোরোক', প্রস্তুত করা হয়, যার মধ্যে বাঁশের কুঁড়ি, শুয়োরের মাংস থাকে। আর চাল ভিত্তিক মিষ্টি বা পিঠে এই উৎসবের অপরিহার্য অংশ। এছাড়া থাকে 'আওয়ান বংগবী' ও 'চুয়ান বওটকওক' পারম্পরিক প্রথাগত সুরা যা দেবতাদের উৎসর্গের পর অভ্যাগতদের পরিবেশন করা হয়। এই উৎসবে উপলক্ষে সার্বজনীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেমন ঐতিহ্যশালী পারম্পরিক নৃত্য এবং সঙ্গীত, আয়োজন করা হয়, তেমন ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়ারও আয়োজন হয়ে থাকে। তৃতীয় দিন হলো 'গজ্জেপোজ্জের' বা নববর্ষের দিন। নববর্ষের দিনটিতে নানা আচার-অনুষ্ঠান ও প্রার্থনার মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করা হয়। লোকেরা মন্দিরে প্রার্থনা করতে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইতে যান। বড়রা ছোটদের সুস্বাস্থ্য ও সুখের আশীর্বাদ করেন। এদিন অনেকে দান-ধ্যান করেন। বিজু উৎসব কেবল নববর্ষের উদযাপন নয়; এটি আনন্দ, নবায়ন এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ও মিলনের উৎসব। এই উৎসব প্রকৃতি,ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিকতার সাথে গভীর সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। উৎসবটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উৎসাহের সাথে উদযাপিত হয়ে চলেছে ।

আবার একই সময়ে সাত দিনব্যাপী জামাতিয়া উপজাতির গারিয়া উৎসব শুরু হয়। পূজার আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াও, গারিয়া উৎসবে নৃত্য একটি প্রধান আকর্ষণ। এই নৃত্যটি তরুণ ছেলে-মেয়েরা পরিবেশন করে। এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু ভগবান গারিয়া, যিনি ধন ও সমৃদ্ধির দেবতা এবং পরিবার,গবাদি পশু এবং সম্পদ রক্ষা করেন। গারিয়ার পূজা ঝুম চাষের রীতি এবং সংস্কৃতির সাথেও জড়িত, কারণ মূলত বিশ্বাস করা হয় যে ভাল ফসল হওয়া ভগবান গারিয়ার আশীর্বাদের উপর নির্ভর করে। গারিয়া দেবতার প্রতিকৃতি স্বরূপ শক্ত ও সোজা বাঁশের খুঁটি সাবধানে নির্বাচন করা হয় জ্জ তারপর, দক্ষ শিল্পীরা এই খুঁটিটিকে রঙিন কাপড়, উজ্জ্বল পাতা এবং পবিত্র 'রিসা' দিয়ে সজ্জিত করে। নৃত্যশিল্পীদের একটি দল সেই দীর্ঘ সজ্জিত বাঁশের খুঁটি বহন করে, নিয়ে আসে ও সেটি আঙিনায় স্থাপন করা হয়। তার আগে পূজার স্থান বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করা হয়। ধর্মীয় গান গেয়ে ও নেচে গারিয়া দেবতাকে প্রদক্ষিণ করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই নৃত্যশৈলীতে মোট ১০৮টি মুদ্রা ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারণে কিছু মুদ্রা হারিয়ে গেছে। গারিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্যের মধ্যে প্রায়শই থাকে চাল, ডাল, ফল সবজি এবং কখনও কখনও মিষ্টি। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী, মুরগি এবং ডিম গারিয়া দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়, এবং সমৃদ্ধি, সুস্থতা, ও ভালো শস্যের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। গারিয়া দেবতার বিরক্তি ও ক্রোধ যাতে না ঘটে তাই উৎসব চলাকালীন কাউকে তাঁর প্রতীক, বাঁশের খুঁটির ছায়া মাড়জ্জতে দেওয়া হয় না।

গারিয়া পূজোৎসব কেবল একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নয়;এটি ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও গারিয়া উৎসব মূলত জামাতিয়া উপজাতির মানুষজন পালন করে, তথাপি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও এই উৎসবে সামিল হয় জ্জ এই উৎসব মানুষকে একত্রিত করে, সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে এবং একাত্মতার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করে। এছাড়াও এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সাহায্য করে। এককথায় গারিয়া পূজোৎসব জীবন,আশা এবং একাত্মতার উদযাপন যা সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে সরিয়ে রাখে।

উপসংহারে বলা যায়, ত্রিপুরী নববর্ষ উৎসবে আমরা আস্বাদ পাই পুরাতন জীর্ণ অতীতকে বিদায় জানিয়ে সতেজ, সজীব, নবীন এক বৎসরের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের, আর এই উৎসবে খুঁজে পাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় "তপস্যাবলে একের অনলে, বহুরে আহুতি দিয়া, বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া; সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার, হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে ।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআইএমএলের কার্যকর্তারা।

জিএমসিতে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধিত উত্তরপূর্বের প্রথম রোবোটিক সার্জারি ইউনিট, স্থাপিত হবে শিলচর-ডিব্রুগড়েও, ঘোষণা

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ক্যানসার রোগীদের জন্য প্রথম রোবোটিক সার্জারি ইউনিটের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ রবিবার উদ্বোধিত রোবোটিক সার্জারি ইউনিট উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম। এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রোগীরা উপকৃত হবেন।

এছাড়া এ ধরনের ইউনিট শিলচর মেডিক্যাল কলেজ এবং ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও খোলা হবে, ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকার রোবোটিক সার্জারি ইউনিটের জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল।

এই ইউনিটের বলে কম খরচে, অত্যন্ত নির্ভুলভাবে অনকোলজিক্যাল সার্জারি প্রদান করা হবে। এই ইউনিটের যন্ত্রাংশ তৈরি হয়েছে ভারতে।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে উত্তরপূর্ব ভারতের প্রথম অনকো-রোবোটিক সার্জারি সুবিধা উৎসর্গের মাধ্যমে বহাগ (বৈশাখ) উদযাপন শুরু করেছে অসম। আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলি এখন মেড ইন ইন্ডিয়া-র মাধ্যমে কম খরচে, অত্যন্ত নির্ভুল এবং আক্রমণাত্মক অনকোলজিক্যাল অস্ত্রোপচার পদ্ধতি প্রদান করবে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, উচ্চমানের চিকিৎসা প্রযুক্তি পরিচালনার জন্য জনবল তৈরি নিশ্চিত করতে সরকার সমস্ত ক্যানসার হাসপাতালে নার্সিং কলেজ চালু করবে। ওই কলেজগুলিতে ইংরেজি, জাপানি এবং বিদেশী ভাষায় প্রোগ্রাম চালু করা হবে।

রোবোটিক সার্জারি ইউনিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্প, বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী বিমল বরা, কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের কমিশনার-সচিব সিদ্ধার্থ সিং, গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. অচ্যুত বৈশ্য, আসাম ক্যানসার কেয়ার ফাউন্ডেশনের সিএমডি ডা. (মেজর জেনারেল) জয়প্রকাশ প্রসাদ।

অসমে ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ কার্যকরে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী ও আদানি গ্রুপের ডিরেক্টর জিতের

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের চুক্তি কার্যকর সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করতে আজ রবিবার লোকসেবা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং আদানি গ্রুপের ডিরেক্টর জিৎ আদানির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত 'অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০' শীর্ষ বাণিজ্য সম্মেলনে আদানি গ্রুপ রাজ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাব রেখেছিল।

নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এ খবর জানিয়ে বলেন, 'রাজ্য সরকার আশা করছে, বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের জন্য আদানি গ্রুপের প্রদত্ত প্রস্তাবগুলি শীঘ্রই বাস্তবে পরিণত হবে।'

তিনি লিখেছেন, 'অ্যাডভান্টেজ আসাম ২-এর সময় আদানি গ্রুপ ৫০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আজ আমার ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমরা আদানি গ্রুপের ডিরেক্টর মি. জিৎ আদানি এবং তাঁর দলের সাথে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য এক গভীর বৈঠক করেছি। আমরা আশা করছি, একটি অ্যারো-সিটি, হোটেল, সিমেন্ট প্ল্যান্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত আমরা যে মউ স্বাক্ষর করেছি, তা শীঘ্রই কার্যকর হবে।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি 'অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০' শীর্ষ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের গ্রুপ অসমের বিভিন্ন খাতে ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

নাবালককে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ সহপাঠী

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : দিল্লির গোবিন্দপুরী এলাকায় শনিবার গভীর রাতে ১৭ বছর বয়সি এক নাবালককে ছুরি মেরে খুনের অভিযোগ উঠলো ৩ নাবালকের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা মৃত কৃষ এর স্কুলের সহপাঠী। কৃষ নাকি প্রায়ই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তাদের মারধর করত এবং হুমকি দিত যে তাদের পরিবারের ক্ষতি করবে। এর প্রেক্ষিতে ৩ নাবালক মিলে প্রতিশোধ নিতে ছুরি মেরে খুন করে কৃষকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে কৃষ এর ওপর হামলা চালানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় নিহত কৃষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ৩ নাবালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তামা পাচারের আগেই পুলিশের জালে কুখ্যাত মাফিয়া কেবু, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

দুর্গাপুর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): তামার তার পাচারের আগে পুলিশের জালে ধরা পড়ল কুখ্যাত মাফিয়া সুজয় পাল ওরফে কেবু। শনিবার রাতে দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় এলাকায় তাঁর গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে দেড় কুইন্টাল তামার তার ও একটি পিস্তল। গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ।

রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিন খারিজ করে ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জানা যায়, নাকা চেকিং চলাকালীন সন্দেহজনক একটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ তামার তার ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি থাকায় কেবুকে গ্রেফতার করা হয়।

সুজয় পাল ওরফে কেবু মূলত বাঁকুড়ার বাসিন্দা হলেও দুর্গাপুরে বসবাস করছে। কয়লা ও বালি পাচার থেকে হোটেল, পার্কিং ব্যবসাঅপরাধ জগতের বিস্তৃত সাম্রাজ্য রয়েছে তাঁর। ২০২১ সালে বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হলেও জামিনে মুক্ত হয়। ২০২৩ সালে এডিডিএ-র পার্কিং বরাত পায় কেবুর সংস্থা। অভিযোগ, বরাত ছাড়াও বেআইনিভাবে পার্কিং চালিয়ে এসেছে সে।

বিজেপি ও কংগ্রেসের অভিযোগ, শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকে বেআইনি কারবার করে বেড়াচ্ছে কেবু। যদিও তৃণমূল দাবি করেছে, আইনের পথেই চলবে তদন্ত। ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানিয়েছেন, ধৃতকে রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত চলছে।

কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়িতে আগুন

হাওড়া, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার সন্ধ্যায় কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মৌখালিতে একটি গাড়িতে হঠাৎই আগুন লাগে। জানা গেছে, চালক-সহ যাত্রীরা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে আসেন। পুলিশ খবর দেয় দমকলে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যানজট পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে কী কারণে আগুন লাগলো তা এখনও জানা যায়নি।

ডিসি বনাম এমআই ম্যাচ রবিবার হেড টু হেড পরিসংখ্যান

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আইপিএল ২০২৫-এর ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ৫ টির মধ্যে ৫ টিতে জয়ের লক্ষ্যে খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালস। আর মুম্বইও তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ জিততে আজ মরিয়া।

ডিসি বনাম এমআই-এর মুখোমুখি লড়াইয়ের রেকর্ড:
খেলা ম্যাচ: ৩৫টি
ডিসি জিতেছে: ১৬টি
এমআই জিতেছে: ১৯টি
শেষ ফলাফল: ডিসি ১০ রানে জয়ী (এপ্রিল ২০২৪)

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ডিসি বনাম এমআই:
খেলা ম্যাচ: ১২টি
ডিসি জিতেছে: ৭টি
এমআই জিতেছে: ৫টি

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ডিসি রেকর্ড:
খেলা ম্যাচ: ৮৫টি
জিতেছে: ৩৮টি
হার: ৪৫টি
কোনও ফলাফল নেই: ১টি
টাই: ১টি
সর্বোচ্চ স্কোর: এমআই-এর বিপক্ষে ২৫৭/৪ (এপ্রিল ২০২৪)সর্বনিম্ন স্কোর: এমআই-এর বিপক্ষে ৬৬ অলআউট (মে ২০১৭)

সোনভদ্রে পুকুরে তলিয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

সোনভদ্র, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের সোনভদ্র জেলার করমা থানার বনরদেওয়া গ্রামে পুকুরে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই ভাইয়ের। মৃতদের নাম লালু বৈগা (৭) এবং শুভম বৈগা (১০)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি তারা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রবিবার সকালে বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে বারবাসপুর পুকুরে তাঁদের দেহ ভাসতে দেখা যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

রবিবাসরীয় দুপুরে ট্যাংরা মাছ-ভাতের ছবি পোস্ট ডেরেকের, কটাক্ষ সুকান্তর

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ ইস্যুতে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তার মধ্যেই রবিবাসরীয় দুপুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যাংরা মাছ-ভাতের ছবি পোস্ট করে কটাক্ষ শুনতে হলো তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনকে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই নিয়ে এদিন বলেন, হাজার হাজার নিরীহ হিন্দুকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, জিহাদি জনতার হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেতারা নিজেদের দেশেই শরণার্থী হয়ে উঠছে। বাংলায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

কিন্তু ভাবুন আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল "বড় কথা বলা" এমপি গত্মত্রন্তদ্রদ্ধদ্রত্নুত্রদ্রদ্বদ্ম স্যার কী করছেন? রবিবারের দুপুরের খাবারের সাথে ফটোশুট করছেন। কারণ, অগ্রাধিকার, তাই না?

যখন আপনার লোকেরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে, তখন এক প্লেট ট্যাংরা মাছ-ভাত এবং ফেসবুকের গৌরবে সাড়া দেওয়ার চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে?

চিন্তা করবেন না, মাননীয় মহাশয়খুব শীঘ্রই, এই 'শরণার্থী' হিন্দুরা আপনার জন্য প্রতিটি দিনকে ছুটির দিন করে তুলবে। স্থায়ীভাবে। আপনার নীরবতার জন্য।

ততক্ষণ পর্যন্ত, দয়া করে... ভালো করে খান, নিশ্চিন্তে ঘুমান। ইতিহাস সাক্ষী থাকছে।

কৃষককে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ভাইয়ের বিরুদ্ধে

রাঁচি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের রাঁচির সাহের গ্রামে রবিবার সকালে নিজের চাষের জমিতে সবজি তুলছিলেন কৃষক রাজকুমার মাহাতো। সে সময় দু'টি বাইকে করে ৪ দুষ্কৃতী এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। একটি গুলি তাঁর পেটে লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হামলাকারীরা গুলি চালিয়ে পালানোর সময় একটি বাইক স্টার্ট না হওয়ায় সেটি ফেলে রেখে যায়। পুলিশ বাইকটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং বাইকটি কার তা খোঁজ

গুজরাটে দম্পতির আত্মহত্যা, ৩টি শিশু হাসপাতালে ভর্তি

সবরকণ্ঠ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাটের সবরকণ্ঠ জেলার ভাদালি শহরে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা! বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন স্বামী ও স্ত্রী, ওই দম্পতির ৩টি সন্তান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিজেদের সন্তানদেরও বিষ খাইয়েছিল ওই দম্পতি। তিন কিশোর সন্তান হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। বিনু সাগর (৪২) এবং তার স্ত্রী কোকিলাবেন (৪০) নামে পরিচিত এই দম্পতি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন এবং তাদের ১৯, ১৮ এবং ১৭ বছর বয়সী তিন সন্তান বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। দম্পতির তিন সন্তান এখনও হিম্মতনগর সিভিল হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে। পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং ঘটনার তদন্ত করছে, মোবাইল ফোন এবং ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট পরীক্ষা করছে। কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। রবিবার ডেপুটি পুলিশ সুপার স্মিথ গোহিল বলেন, 'ভাদালি শহরের সাগর এলাকায় একটি পরিবারের সবাই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। সেই ঘটনায়, পরিবারের প্রধান বিনু এবং তার স্ত্রী মারা যান। রিপোর্ট অনুসারে, ভাদালি থানায় একটি এডিআর দায়ের করা হয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা উচিত : জগদম্বিকা পাল

লখনউ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা উচিত। সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে এমনটাই মনে করছেন বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সময় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে হিংসা ও হিন্দুদের আক্রমণ প্রসঙ্গে রবিবার জগদম্বিকা পাল বলেছেন, 'যেভাবে সেখানে বিক্ষোভ চলছে, তাতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা সম্পূর্ণ অকার্যকর ছিল। মমতার সরকারের একজন মন্ত্রী জনগণকে ডেকে তাদের উসকানি দিয়েছিলেন, যার ফলে জনতা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। কেবল একজন বাবা-ছেলেই নিহত হননি, ১৬ জন পুলিশ সদস্যও গুরুতর আহত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা উচিত।'

পুরুষদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেন জার্মানির মার্টেনস

প্যারিস, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার স্টকহোম ওপেনে পুরুষদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ২০০৯ সালের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন জার্মানির অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন লুকাস মার্টেনস।

২৩ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় ৩ মিনিট ৩৯.৯৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে রোমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তার সহকর্মী জার্মান পল বিডারম্যানের অর্জনের রেকর্ড থেকে ০.১১ সেকেন্ড কম সময় নেন।

গত বছর প্যারিসে ৩:৪১.৭৮ সময় নিয়ে অলিম্পিকে স্বর্ণ জিতেছিলেন মার্টেনস, এখন পর্যন্ত ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ব্যক্তিগত সেরা সময় ৩:৪০.৩৩, যা ২০২৪ সালের জার্মান চ্যাম্পিয়নশিপে অর্জন করেছিলেন।

ভাঙা হলো কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি চিমনি

কোলাঘাট, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার দুপুরে মাটিতে মিশে গেল কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২টি বিকল চিমনি। আগে ৬টি চিমনিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। এ দিন থেকে সংখ্যাটা কমে দাঁড়াল চারে।

জানা গেছে, এক ও দু নম্বর দুটি চিমনি ভাঙা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 'অকেজো' হয়ে যাওয়া ৭০০ মিটার উঁচু চিমনি ভাঙা হয় বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে বিস্ফোরণের মাধ্যমে।

খুব শীঘ্রই সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, দাবি খলিলুর রহমানের

মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): খুব শীঘ্রই সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, এমনটাই দাবি করলেন জঙ্গিপুরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ খলিলুর রহমান। রবিবার তিনি বলেছেন, 'পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। মানুষ শান্তিতে নিজেদের বাড়িতে বসে আছে। আজ অথবা আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় বাজার খুলে যাবে এবং আমরা জনসাধারণকে তাদের জীবন বাঁচাতে অনুরোধ করব। আমরা নিশ্চিত করব গুজব যাতে না ছড়ায়। আমাদের সরকার যাদের বাড়িঘর এবং দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।'

মুর্শিদাবাদের হিংসা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপি রাজীব কুমার বলেছেন, 'পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।' জঙ্গিপুরের এসপি আনন্দ রায় বলেন, 'অবস্থা অনেক ভালো, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। অনেক গুজব রটেছে, আমি সকলকে অনুরোধ করছি গুজবে কান না দেওয়ার জন্য। আমরা গতকাল অনেককে গ্রেফতার করেছি এবং প্রক্রিয়া চলছে। বাকি দুষ্কৃতীদেরও আমরা গ্রেফতার করব।'

চায়ের কাপে চুমুক পাঠানের, নিশানা সুকান্তর

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ ইস্যুতে অগ্নিগর্ভ মুর্শিদাবাদ। কিন্তু সেখানের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান সেখানে অনুপস্থিত। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের কয়েকটি ছবি দিয়েছেন তিনি। বিকেলে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন ইউসুফ পাঠান, নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তেমনই ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। তাঁকে কটাক্ষ করা শুরু হয়ে যায়। বিজেপিও নিশানা করেছে।

রবিবার সেই নিয়েই ইউসুফ পাঠানকে নিশানা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'অগ্রাধিকার? তৃণমূল সাংসদ হ্থদ্বান্ড্স্ত্রথঠস্তুদ্র মালদা-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে হিন্দুদের হত্যার সময় চায়ে চুমুক দিচ্ছেন এবং সেই মুহূর্ত উপভোগ করছেন এমন একটি ছবি পোস্ট করছেন!

বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমদানি করা হলে এমনটাই ঘটে। লজ্জাজনক!'

পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক, মুর্শিদাবাদ হিংসা প্রসঙ্গে ফিরহাদ

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদের হিংসাত্মক ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি দাবি করেছেন, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। রবিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত সেখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। জনগণের উচিত জনগণের পাশে দাঁড়ানো এবং রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আসা।'

ফিরহাদ আরও বলেছেন, 'কিছু মানুষ হিংস্র হয়ে উঠেছে এবং অন্যায় করা হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের বিষয় নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। এই ঘটনায় হিন্দু এবং মুসলিম উভয়েরই ক্ষতি হয়েছে। আমাদের রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা আছে। একজন অপরাধী একজন অপরাধীই হয়, সে তৃণমূলের হোক বা বিজেপির হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। পুলিশ অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আছে।'

ভাগলপুরে নালায় চা বিক্রেতার দেহ

ভাগলপুর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের ভাগলপুর জেলায় একটি সেতুর পাশে নালা থেকে উদ্ধার হল এক চা বিক্রেতা গোপাল চৌধুরীর (৪৫) দেহ। শনিবার রাতে বাড়ি ফেরেননি তিনি। পরিবারের লোকজন রবিবার সকালে দোকানে এসে তাঁকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ শুরু করেন। তারপরে নালা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তদন্ত চলছে।

অনশন প্রত্যাহার চাকরিহারা শিক্ষকদের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): অনশন তুললেন চাকরিহারা তিন শিক্ষক। স্থগিত এসএসসি ভবনের পাশের অবস্থানও। ডাবের জল খেয়ে রবিবার দুপুরে অনশন ভাঙলেন তাঁরা।

চাকরিহারাদের দাবি ছিল, রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশনকে যত দ্রুত সম্ভব এমআর শিটের মিরর ইমেজ ও যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যতক্ষণ তা না প্রকাশ হবে, অনশন চলবে। তবে এ দিন অব্যবস্থার অভিযোগ করে অনশন তুলে নেন তাঁরা।

রবিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে কাব্যলোকের সদস্য সদস্যারা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গরমে খেয়াল রাখতে হবে প্রাণীদের ও

কী গরমটাই না পড়েছে! গরমের তীব্রতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধও রাখা হয়েছে। গরমে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন কেউ কেউ। আর অনেকেই পানিশূন্যতায় ভোগেন, অবসন্ন হয়ে পড়েন। বাদ যায় না প্রাণিকুলও। হয়তো তোমাদের বাড়ির সামনেই একটা কুকুর বসে আছে এ মুহূর্তে। বেশ হাঁপাচ্ছে। তৃষ্ণার্ত প্রাণে একটু পানি দেবে, এমন কেউ হয়তো নেই সেখানে। সবাই ব্যস্ত নিজের জগৎ নিয়ে। তোমাদের কারও পোষ্য না হলেও সে কিন্তু তোমাদের এলাকারই কুকুর। বাড়ি বা দোকানের সামনে, সিঁড়ির গোড়ায়, গ্যারেজে, গাছের নিচেএকটু ছায়ার জন্য আশ্রয় নেওয়া কোনো প্রাণীকে তাড়িয়ে দিয়ো না যেন। মনে রেখো, আমাদের আশপাশে থাকা কোনো প্রাণীই আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী।

তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়িতে পোষা প্রাণী রয়েছে, তারা হয়তো লক্ষ করেছ, গরমে ওদের খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলার সব নিয়ম বদলে যাচ্ছে। খাবারে রুচি নেই, হাঁ করে হাঁপাচ্ছে কেবল। আর বাড়ির শীতলতম কোণটা খুঁজে নিয়ে সেখানে হাত-পা (নাকি চার পা!) ছড়িয়ে শুয়ে থাকছে। প্রচণ্ড গরমে অনেক প্রাণীরই হিটস্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যান্য অসুস্থতার ঝুঁকি তো থাকেই। এই সময়টায় ওদের সুস্থতার জন্য তোমরা কী করতে পারো, জেনে নাও আজ। গরমে বিড়াল, কুকুর আর খরগোশের যত্নে কী করতে হবে, জানালেন রাজধানীর গুলশান বাড্ডা লিংক রোডে অবস্থিত বিশ্বাস ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রাণিচিকিৎসক সুশ্যাম বিশ্বাস।

প্রাণীদের জন্য জলের ব্যবস্থা রাখাটা এই গরমে ওদের জন্য আমাদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করলে ওরা ভুগবে পানিশূন্যতায়। তখন ওরা হাঁপাবে খুব। মুখ থেকে লালাও ঝরতে পারে। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাবে, খুব ঘন প্রস্রাব হবে। আর প্রস্রাব করতে কষ্টও হবে খুব। পানিশূন্যতায় ভুগলে আমাদের যেমনটা হয়, ঠিক তেমনই। আমরা যেমন গরমের সময় বারবার পানি খাই, ওদেরও প্রয়োজন তেমনটাই। তাই ওদের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় জল রেখে দিতে হবে। দুই-তিন বেলা পানি বদলেও দিতে হবে। জলে ময়লার স্তর পড়লে আরও ঘন ঘন বদলে দিতে হবে জল। জলের পাত্রটা পরিষ্কার রাখাও জরুরি। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসকের নির্দেশনা ছাড়া ওদের ওরস্যালাইন দেওয়া যাবে না, তাতে শরীরের লবণের তারতম্য হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

খাবারেও জল

এলাকার কুকুর-বিড়াল বা অন্যান্য প্রাণীও কিন্তু পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশছবি: প্রথম আলো

ওদের খাবারে পর্যাপ্ত জল থাকাটাও জরুরি। তোমরা যদি ওদের মাছ-মাংস খেতে দাও, তাহলে যিনি খাবারটা তৈরি করেন, তাঁকে বলে রেখো, খাবারে যাতে পাতলা ঝোল থাকে বেশ খানিকটা। তবে মনে রেখো, প্রাণীদের জন্য রান্নায় কখনোই পেঁয়াজ-রসুন দিতে নেই। পানি দিয়ে সেদ্ধ করা খাবারই ওদের জন্য সবচেয়ে ভালো। তবে ওরা জল কম খাচ্ছে বলে মনে হলে সামান্য লবণ দিয়ে সেদ্ধ করা যেতে পারে। সেদ্ধ করার পর মাছ বা মাংসের টুকরা হাত দিয়ে থেঁতো করে ঝোলসহ খেতে দিতে পারো ওদের। যদি প্যাকেটের খাবার (ক্যাট ফুড, ডগ ফুড) দিয়ে থাকো, তাহলে নরম বা ভেজা খাবার দিয়ো। শুকনা খাবার দিতে চাইলেও তা সারা দিনে একবারের বেশি নয়।

উত্তাপে সুস্থতা

তিন-চার দিন অন্তর গোসল করিয়ে দিতে পারো পোষা প্রাণীকে। এ কাজে বড়দের সাহায্য নিতে পারো। ওদের জন্য নির্দিষ্ট যে শ্যাম্পু কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলোই ব্যবহার করতে হবে, নইলে ওদের ক্ষতি হয়। তা ছাড়া প্রতিদিন অন্তত এক-দুবার ওদের মাথায় ভেজা হাত বুলিয়ে দিয়ো, শরীর এবং থাবার নিচটা মুছে দিয়ো নরম, ভেজা কাপড় দিয়ে; খরগোশের হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বলে ওদের ক্ষেত্রে সারা দিনে অন্তত তিন-চারবার এই ভেজানোর কাজটুকু করতে হবে। আর সব সময় খেয়াল রেখো, কোনো প্রাণীর খাওয়া, গোসল করা কিংবা শরীর-মাথা-থাবা ভেজানোর জন্য একেবারে ঠান্ডা জল ব্যবহার করা ঠিক নয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রার জলেই ওদের জন্য ভালো। আরও খেয়াল রেখো, ওদের কানে যেন জল না ঢোকে। তবে তোমাদের বাড়িতে যদি এসি থাকে, আর পোষা প্রাণীটি যদি এসিতেই থাকে অধিকাংশ সময়, তাহলে পাঁচ-সাত দিন অন্তর গোসল করালেই চলবে। এসিতে থাকলে একাধিকবার মাথা, শরীর বা থাবা ভিজিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

আর শরীর গরম হয়ে গেলেও ওদের মাথায় ভেজা হাত বুলিয়ে দিতে হবে। শরীর এবং থাবার নিচটাও মুছে দিয়ো ভেজা কাপড় দিয়ে।

তোমার বিড়াল বা কুকুরের লোম যদি খুব ঘন হয় (কিছু বিদেশি বিড়াল-কুকুরের ক্ষেত্রে এমন লোম দেখা যায়), তাহলে লোম ছাঁটিয়ে নিতে পারো। তবে পুরোপুরি চেঁছে দিয়ো না যেন।

রান্না বা সেদ্ধ করা খাবার এবং প্যাকেটের নরম খাবার সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট খাবার খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওরাও। তাই এসব খাবার খেতে দেওয়ার পর আধঘণ্টার মধ্যে তা খাওয়া হয়ে গেলে ভালো। নইলে তা ফ্রিজে উঠিয়ে রেখো। পরে যখন ফ্রিজ থেকে বের করা হবে, তখন রান্না বা সেদ্ধ করা খাবার গরম করে দিতে হবে। প্যাকেটের নরম খাবার ফ্রিজে তুলে রাখা হলেও অবশ্য গরম করার সুযোগ নেই। সেটি খাওয়ানোর বেশ খানিকক্ষণ আগে ফ্রিজের বাইরে বের করে রাখলে ঠান্ডা ভাবটা কেটে যাবে। এরপর খাওয়ানো যাবে।

ঘরের যে জায়গাটায় ওরা বেশি থাকে, সেই জায়গার মেঝে একাধিকবার পানি দিয়ে মুছে দিতে পারো।

খেলার জন্য বরফের ছোট্ট কিউব দিতে পারো রোজ, তাতে ওরা খানিকটা আরাম পাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, একটু পর বরফ গলতে শুরু করলে মেঝে পিচ্ছিল হয়ে পড়বে। তাই গলতে শুরু করলে ওই বরফটা সরিয়ে দিতে হবে এবং মেঝে মুছে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে আরও একবার বরফ বের করে দিতে পারো ফ্রিজ থেকে। তবে প্রতিবারই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

প্রাণীদের বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমন সময় বেছে নিতে হবে, যখন তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকে। ভোরবেলা, বিকেল বা সন্ধ্যায় বাইরে নিতে পারো ওদের।

কোনো প্রাণী যেন কোথাও রাখা চলন্ত ফ্যানের নাগাল না পায়, সেদিকে খেয়াল রেখো।

প্রচণ্ড গরমে তোমার পোষা প্রাণীর কোনো টিকা নেওয়ার তারিখ চলে এলে আগে কাছের কোনো প্রাণিচিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করে নেবে।

কোনো প্রাণীকে কখনোই গাড়িতে একলা রেখে দিতে নেই। কোনো ঋতুতেই নয়।

পানিশূন্যতা হচ্ছে না তো?

সব সময় খেয়াল রেখো, পোষা প্রাণী খুব বেশি হাঁপাচ্ছে কি না কিংবা পানিশূন্যতার অন্যান্য লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না। এ রকম কিছু লক্ষ করলে পানির চাহিদা পূরণ করতে ওদের একেবারে সামনেই পানি দিয়ে দেখতে পারো। যদি পানি খেয়ে নেয়, তাহলে তো খুবই ভালো। নইলে ড্রপারে করে মুখের একপাশ দিয়ে পানি দিতে পারো ফোঁটায় ফোঁটায়। তবে কাজটা করতে হবে খুবই সাবধানে। নইলে পানি চলে যাবে শ্বাসনালিতে। তাই এ কাজে বড়দের সহায়তা নেওয়া ভালো। আর নিকটস্থ প্রাণিচিকিৎসকের কাছ থেকে ড্রপারে পানি দেওয়ার নিয়মটা শিখে রাখতে পারো। পোষা নয়, তবু আপন অসুস্থতার অন্য কোনো লক্ষণ দেখা দিলে তাকে প্রাণিচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবেছবি: প্রথম আলো

এলাকার কুকুর-বিড়াল বা অন্যান্য প্রাণীও কিন্তু পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ওদের ছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। প্রচণ্ড গরমে ওদের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। বাড়ির নিচে, পথের ধারে কিংবা অন্য যেখানে সম্ভব, পানির পাত্র রেখে দিয়ো ওদের জন্য। বন্ধুরা মিলে এই গরমে এই একটা ভালো কাজ করতেই পারো। একটা জায়গায় এ রকম জলের পাত্র রাখা থাকলে সেখানকার তাপমাত্রাও কিন্তু খানিকটা কমে। অর্থাৎ, পথপ্রাণীর জন্য রাখা পাত্রের জলের কারণে পরোক্ষভাবে মানুষও উপকার পায়। এলাকার নিরাপত্তাকর্মী এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীকেও জানিয়ে রাখতে পারো, ওদের জন্য পানি রাখছ তোমরা। তাহলে পানির পাত্রগুলো কেউ সরিয়ে নেওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। বারান্দায় বা ছাদেও পানির পাত্র রেখে দিয়ো তৃষ্ণার্ত পাখিদের জন্য। জলের পাত্র হিসেবে প্লাস্টিকের পাত্র কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। নিতান্ত নিরুপায় হলে কেবল তখনই প্লাস্টিকের পাত্র দেবে। আর একটা কথা, যেখানেই জলের পাত্র রেখে থাকো না কেন, বাহাত্তর ঘণ্টার আগেই পানি বদলে দিয়ো। নইলে জন্মাবে মশা। আর সবচেয়ে ভালো হয় রোজ দুই বেলা জল বদলে দিতে পারলে। তাহলে পানিতে ময়লা জমবে না। সেটা সম্ভব না হলেও বাহাত্তর ঘণ্টার চেয়েও যতটা আগেভাগে পারা যায়, জল বদলে দেওয়ার চেষ্টা করো। জল রাখা হলে পাত্রের ভেতরটা পিচ্ছিল হয়ে যায়। তাই জল বদলে দেওয়ার সময় পাত্রের ভেতরটা পরিষ্কার করে দেওয়া ভালো। সম্ভব হলে কিছুটা খাবারও দিয়ো। এই যেমন, সামান্য কেক-বিস্কুট কিংবা বাড়ির খাবারের উচ্ছিষ্ট দিতে পারো পথপ্রাণীদের। একটু খাবার, একটু জল আর একটু আশ্রয় পেলে ওরা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে তোমার প্রতি। তোমাকে বিপদে পড়তে দেখলে নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও তোমাকে বাঁচাতে ছুটে আসবে, এমন অনেক প্রাণী রয়েছে তোমার আশপাশেই।

বাঙ্গি খেলে ওজন কমবে, পাবেন আরও নয়টি বিশেষ উপকার

গ্রীষ্মকালীন ফল বাঙ্গিকে একেক অঞ্চলে একেক নামে ডাকা হয়। কোথাও এর নাম খরমুজ, কোথাও কাঁকুড় বা বানি। ছোট ও লম্বাটে জাতকে বলা হয় চিনা। বাঙ্গি আকারে বেশ বড় হয়। কাঁচা ফল সবুজ, পেকে গেলে হলুদ। এর স্বাদ নিয়ে আমরা বরাবরই দুই ভাগে বিভক্ত। স্বাদে তেমন মিষ্টি নয়। তাই একদল বলে, 'এটা কেন খাব?' তবে আরেক দল বাঙ্গি খায় ভালোবেসেই। সুগন্ধযুক্ত সাধারণ স্বাদের বাঙ্গি কিন্তু পুষ্টিগুণে অনন্য। পুষ্টিগুণে যেহেতু এর জুড়ি নেই, তাই বাঙ্গিকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। জেনে নিন এর উপকারিতাগুলো। জাকারিয়া সুমন

১. হাইড্রেশন হিরো

বাঙ্গির বেশির ভাগ অংশই পানিতে পূর্ণ, যা গরমকালে শরীরের পানিশূন্যতা রোধে সহায়ক। গরমে আমরা ভীষণ ঘামি বলে শরীর থেকে প্রচুর পানি বের হয়ে যায়। এই পানির ঘাটতি পূরণ করে বাঙ্গি। এতে শরীরের পানির ভারসাম্য ঠিক থাকে, শক্তি বজায় থাকে ও শরীর ঠিকভাবে কাজ করতে পারে। ২. রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়

বাঙ্গিতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি শরীরকে নানা রকম সংক্রমণ ও অসুস্থতা থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। গরমকালে যখন জলশূন্যতা ও তাপজনিত সমস্যা বেশি হয়, তখন বাঙ্গি খেতে পারেন। ৩. ত্বক ভালো রাখে

ভিটামিন এ-সমৃদ্ধ হওয়ায় বাঙ্গি ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন এ ত্বকের কোষ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। ফলে ত্বকে দেখা দেয় উজ্জ্বল আভা। মুখের বলিরেখা কমাতে এবং সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকেও ত্বককে সুরক্ষা দেয় বাঙ্গি। ৪. হজমে সহায়তা করে বাঙ্গিতে খাদ্য—আঁশ বা ফাইবারও পাবেন, যা হজমে সহায়ক। পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। নিয়মিত বাঙ্গি খেলে মলত্যাগ সহজ হয়, পেট হালকা থাকে।

৫. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তাঁদের জন্য আদর্শ ফল বাঙ্গি। কারণ, এটা কম ক্যালরিসম্পন্ন কিন্তু উচ্চ পুষ্টিগুণে ভরপুর। প্রাকৃতিকভাবে জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় অতিরিক্ত ক্যালরি ছাড়াই ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করে এটি।

৬. হৃৎপিণ্ড ভালো রাখে বাঙ্গি

পটাশিয়ামের ভালো উৎস বলে হৃৎস্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যার ফলে হৃৎস্বাস্থ্যের ওপর চাপ কমে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। নিয়মিত এই ফল খেলে হৃৎস্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ৭. পেশি ভালো রাখে

গরমে অনেকের পেশিতে টান পড়ে বা অনেকে ওয়ার্কআউটের পর বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বাঙ্গিতে পানি বেশি থাকায় শরীরকে হাইড্রেট রাখার পাশাপাশি ব্যায়ামের পর পেশি সতেজ করে তুলতে সাহায্য করে এই ফল। শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে বেরিয়ে যাওয়া পানি ও ইলেকট্রোলাইট পূরণেও দারুণ সহায়ক। ফলটি শরীর দ্রুত চাঙা করে ও ক্লান্তি কমায়। ৮. শরীরকে ডিটক্সিফাই করে বাঙ্গি প্রাকৃতিক ডিটক্সিফায়ার। এতে থাকা পানি ও ফাইবার শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়, কিডনির কার্যকারিতা বাড়ায় এবং পুরো ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। পরিপাকতন্ত্র পরিষ্কার রাখতেও সাহায্য করে, ফলে শরীর হয়ে ওঠে সতেজ ও প্রাণবন্ত। ৯. চোখ ভালো রাখে বাঙ্গিতে থাকা ভিটামিন এ ও বিটা-ক্যারোটিন চোখের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব উপাদান চোখের সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং বয়সজনিত দৃষ্টির সমস্যা ম্যাকুলার ডিজেনারেশন হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। বয়সজনিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন (এএমডি) একটি চোখের রোগ, যা আপনার কেন্দ্রীয় দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট করে দিতে পারে। এটি হয় বয়সের কারণে ম্যাকুলা ক্ষতিগ্রস্ত হলে। ম্যাকুলা হলো রেটিনার একটি অংশ, যা চোখের পেছনে আলোক সংবেদনশীল টিস্যু। ১০. শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে বাঙ্গিতে থাকা জল, প্রাকৃতিক চিনি এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শরীরে শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। এটি তাৎক্ষণিক সতেজ শক্তি এনে দেয়, বিশেষ করে গ্রীষ্মের গরমের সময় যাঁরা শক্তি ফিরে পেতে চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত।

প্রতিদিন পনির খাওয়া ভালো

অনেকেই আছেন দুধ বা দই খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু শরীরকে বাঁচাতে এসব খাবার খুবই প্রয়োজন। এসব ভালো না লাগলে রোজ ডায়েটে রাখতে পারেন পনির মাখনি, মটর পনির, শাহি পনির অথবা পালক পনিরের মতো পদ। তা না হলে খুবই বিপদ। কারণ শরীরকে বাঁচাতে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন পরে, যা দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাবারেই বেশি মাত্রায় থাকে।

তাই তো দুধ-দইয়ে অরুচি থাকলে পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে ১০০ গ্রাম পনিরে রয়েছে কম করে ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন, ২০.৮ উপকারি ফ্যাট, ২.৬ গ্রাম মিনারেল, ১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২৬৫ কেসিএল এনার্জি, ২০৮ এমজিএস ক্যালসিয়াম, ১৩৮ এমজি ফসফরাস এবং আরও কত কী! প্রসঙ্গত, এই সবকটি উপাদানই নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। বিশেষত একাধিক রোগকে দূরে রাখতে পনিরের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। পনির দিয়ে বানানো নানা পদ খাওয়া শুরু করলে সাধারণত শরীরের যে যে উপকারগুলি হয়, সেগুলি হল.

এনার্জির ঘাটতি দূর হয়: আজকাল কি কারণে-অকারণে বেজায় ক্লান্ত লাগছে? তাহলে বন্ধু রোজের ডায়েটে পনিরকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করবেন না যেন! কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পনির খাওয়া শুরু করলে শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে এনার্জির ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আর্থাইটিসের মতো রোগের কষ্ট কমে: পনিরে উপস্থিত ওমেগা থ্রী এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে জয়েন্টের সচলতা বৃদ্ধি পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আর্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যারা নানাবিধ হাড়ের রোগের শিকার, তারা পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে ভুলবেন না যেন!

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: অল্পতেই যাদের গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়, তারা নিয়মিত পনির খেলে দারুন উপকার পেতে পারেন। আসলে এই খাবারটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশান প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষেদের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: শুনতে অবাক লাগলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পনিরে উপস্থিত পটাশিয়াম, হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও এই ডেয়ারি প্রডাক্টের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। তাই দীর্ঘদিন যদি হার্টকে চাঙ্গা রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত পনির খেতে ভুলবেন না যেন!

ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভাবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, দেহের অন্দরে লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি দূর করতেও ফলেট বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো শরীরকে সুস্থ রাখতে এই উপাদানটির কোনও সময় যাতে ঘাটতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। কীভাবে? বেশ কিছু গবেষণা অনুসারে এই দুগ্ধজাত খাবারটির শরীরে মজুত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফলেট, যা দেহের অন্দরে এই উপকারি উপাদানটির চাহিদা মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হাড় শক্তপোক্ত হয়: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। কারণ দুধে এই খনিজটি রয়েছে প্রচুর মাত্রায়, যা হাড়ের পুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হল আপনি তো দুধ খেতে পছন্দ করেন না। তাহলে করবেন কী? সেক্ষেত্রে নিয়মিত পনির খাওয়া মাস্ট! কারণ দুধের মতো অত পরিমাণে না হলেও পনিরেও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে এই খনিজটির ঘাটতি মেটাতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: পনিরে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং রাইবোফ্লেবিন ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে যাতে এনার্জির ঘাটতি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, রাইফ্লেবিনের পাশাপাশি পনিরে প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, থিয়ামিন, নিয়াসিন এবং ফলেট নামেও বিশেষ কিছু উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই উপাদানগুলি হজম কক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে, রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বাজে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে এবং হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়: পেশীর উন্নতিতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি শরীরের অন্দরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে প্রোটিন। তাই তো দেহে যাতে এই উপাদানটি ঘাটতি কোনও ভাবেই না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজটিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। তাই যাদের মাছ-মাংস খাওয়ার সেভাবে সুযোগ নেই, তারা পনির খাওয়া শুরু করতে পারেন। দেখবেন উপকার মিলবে।

ক্যান্সারের মতো রোগকে দূরে রাখে: পনিরে উপস্থিত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি শরীরের অন্দরে এমন খেল দেখায় যে ব্রেস্টে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার সুযোগই পায় না। প্রসঙ্গত, হাওয়ার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের একদল গবেষক টানা ১৬ বছর ধরে এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি চলাকালীন তারা লক্ষ করেছিলেন ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই দুটি উপাদান প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পনিরে। তাই এই দুগ্ধজাত খাবারটি সপ্তাহে বার দুয়েক খেলে কী উপকার মিলতে পারে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।

ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে: অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে রোজের ডায়েটে পনিরের অন্তর্ভুক্তি মাস্ট! কারণ প্রটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে বহুক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। ফে ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না।

দৈনিক ৫ হাজার কদম হাঁটলে বিষণ্ণতাও কমে

হাঁটা কেবল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া নয়; বরং শারীরিক সুস্থতা, স্থূলতা থেকে মুক্তি, ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনা ও সুনিদ্রার সঙ্গে হাঁটার একটি সহায়ক সম্পৃক্ততা আছে।

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, হাঁটলে মেজাজ ভালো থাকে। প্রতিদিন যাঁরা কমপক্ষে ৭ হাজার ৫০০ কদম হাঁটেন, তাঁদের মধ্যে বিষণ্ণতার লক্ষণগুলো ৪২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এর তাৎপর্য হলো হাঁটাচলা বাড়লে বিষণতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায়। এ ছাড়া নিয়ম করে হাঁটা হতাশাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিও কমাতে পারে। হাঁটা বিষণতার লক্ষণ কমাতে সাহায্য করে কতটা হাঁটছেন এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কোথায় ও কোন পরিবেশে হাঁটছেন, তা-ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির সংস্পর্শ মন ও মেজাজ উন্নত করতে বেশি সাহায্য করে। তাই সবুজের সান্নিধ্যে, পার্কে, নদী বা সমুদ্রের ধারে হাঁটা আরও ভালো।

সবচেয়ে ভালো দিক হলো, হাঁটা এমন এক ব্যায়াম, যা বেশির ভাগ মানুষ নিরাপদে করতে পারেন। এ জন্য কোনো যন্ত্রপাতি, বিশেষ সরঞ্জাম ও ব্যায়ামাগারের সদস্য হতে হয় না। ফলে যে কেউ নিয়ম করে হাঁটতে পারেন। হাঁটলে এনডোরফিনসহ নানা ধরনের সুখের হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়, যা আমাদের মন-মেজাজ ভালো করে।

প্রথমে ছোট লক্ষ্য নিয়ে শুরু করা ভালো। এখন করতে পারবেন এমন লক্ষ্য নিন। যেমন দিনে ১ থেকে ২ হাজার কদম। যখন মনে হবে আপনি প্রস্তুত, তখন ৫০০ কদম করে বাড়াবেন। হাঁটার পরিমাণ বাড়াতে কিছু কাজ করতে পারেন। লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেন। হাঁটতে পারেন খাবারের পর। দোকান থেকে দূরে গাড়ি পার্কিং করা ও বাজারে হেঁটে যাওয়ার মতো কাজও করতে পারেন। হাঁটা মানুষের মেজাজ উন্নত করতে পারে। যাঁরা বিষণ্ণতায় ভুগছেন, তাঁরা অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ও সাইকোথেরাপির সঙ্গে হাঁটার মতো আচরণগত স্বাস্থ্য পদ্ধতি চর্চা করলে সর্বোত্তম ফল পেতে পারেন।

মনে রাখুন দিনে ৫ হাজার বা এর বেশি কদম হাঁটার ফলে হতাশার লক্ষণ কমার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাঁরা দিনে কমপক্ষে ৭ হাজার ৫০০ কদম হাঁটেন, তাঁদের আরও বেশি সুবিধা পেতে দেখা গেছে। যেমন এই পরিমাণ যাঁরা হেঁটেছেন, দেখা গেছে তাঁদের বিষণতা ৪২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। হাঁটার পরিমাণ দিনে ১ হাজার কদমের মতো বাড়ালে বিষণতার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

রবিবার আগরতলায় বিজেপি'র আয়োজিত সম্মেলনে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

সমবায় আন্দোলনে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে : অমিত শাহ

ভোপাল, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): সমবায় আন্দোলনে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে আয়োজিত ''আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ'' অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'যদি আমরা এক নজরে ভারতের সমবায় আন্দোলনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে এটি অমসৃণ হয়ে পড়েছিল। কিছু রাজ্যে এটি দ্রুত গতিতে এগিয়েছিল, কিছু রাজ্যে এটি সরকারীকরণ করা হয়েছিল এবং কিছু রাজ্যে এটি মারা গিয়েছিল। এর পেছনের মূল কারণ ছিল সময়ের সাথে সাথে আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়নি।'অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'প্রয়োজনীয় আইন তৈরির চেষ্টা করা হয়নি, কেন্দ্রীয় স্তরে কোনও সাধারণ চিন্তাভাবনা ছিল না, কারণ কোনও সমবায় মন্ত্রক ছিল না। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর, প্রধানমন্ত্রী মোদী সমবায় মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আমাকে প্রথম মন্ত্রী করেছিলেন। গত সাড়ে তিন বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদী সমবায় আন্দোলনে অনেক পরিবর্তন এনেছেন, সমবায় একটি রাজ্যের বিষয়, মন্ত্রক মডেল উপ-আইন তৈরি করেছে এবং সমস্ত রাজ্যে পাঠিয়েছে। মডেল উপ-আইন গ্রহণ করার জন্য আমি সমস্ত রাজ্যকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে: রাজীব কুমার

মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, রবিবার এমনটাই জানালেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এদিন তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

উল্লেখ্য, রবিবার একাধিক জায়গায় রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করেছে। জানা গেছে, অশান্তির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে প্রায় ১৮০ জনকে।

শ্রীমন্দিরের সংস্কার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মাঝির

পুরী, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি রবিবার পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শন করেন। জগন্নাথ মন্দিরে তিনি প্রার্থনা করেন এবং সংস্কার পরিকল্পনা পর্যালোচনা করেন। তিনি ধাড়ি দর্শন ঘোষণা করেন এবং ভক্তদের জন্য পানীয় জলের কিয়স্ক উদ্বোধন করেন, ওড়িয়া নববর্ষের শুভেচ্ছাও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, শ্রীমন্দিরের সংস্কার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। এছাড়াও, ভক্তদের অভিজ্ঞতা সহজ করার জন্য ধাড়ি দর্শনের (সারি-ভিত্তিক জনসাধারণের দর্শন) ব্যবস্থা দ্রুত করা হবে।

উত্তর প্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

জৌনপুর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের শনিবার গভীর রাতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটে জৌনপুর জেলার নগর থানা এলাকার রসূলাবাদ স্টেশন রোডে। পথচারীরা এক যুবকের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের হাসপাতালের পাঠান। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃত যুবকের নাম দীপক কুমার বিশ্বকর্মা (২৬)। দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মন্দিরে যাওয়া আর হল না, রাজস্থানে গাড়ি ও ট্রেলারের সংঘর্ষে মৃত ৫

জয়পুর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৫ জন সদস্য। মৃতদের মধ্যে ১২ মাসের একটি শিশুপুত্র এবং দু''জন মহিলা রয়েছেন। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জয়পুরের জামওয়া রামগড়ে, মনোহরপুর-দৌসা জাতীয় সড়কে। পুলিশ জানিয়েছে, একটি গাড়ি ও ট্রেলারের সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটি ভেঙে তুবড়ে যায়।

গাড়িতে চেপে একই পরিবারের সদস্যরা খাটু শ্যাম মন্দিরে

অন্ধ্রে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৮ জনের মৃত্যু, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আনাকপল্লী, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকপল্লীতে একটি আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৮ জন শ্রমিকের। আনাকপল্লীর পুলিশ সুপার তুহিন সিনহা বলেছেন, রবিবার আনাকপল্লী জেলার কোটাভুরাতলা মণ্ডলের কৈলাসপত্তনমে একটি আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জেলা কালেক্টর, পুলিশ সুপার এবং রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিথার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, সরকার নিহতদের পরিবারকে সাহায্য করবে এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস জানিয়েছেন। তিনি এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছেন।

ওই বাজি কারখানাটি সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত নাকি অবৈধ ভাবে চলছিল, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি পুলিশ। দুর্ঘটনায় আহতদের বেশ কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশমন্ত্রী ভি অনিতা। তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

অন্ধ্রে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৬ জনের মৃত্যু, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আনাকপল্লী, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকপল্লীতে একটি আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। আনাকপল্লীর পুলিশ সুপার তুহিন সিনহা বলেছেন, রবিবার আনাকপল্লী জেলার কোটাভুরাতলা মণ্ডলের কৈলাসপত্তনমে একটি আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৬ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

৬ জন শ্রমিকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জেলা কালেক্টর, পুলিশ সুপার এবং রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিথার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, সরকার নিহতদের পরিবারকে সাহায্য করবে এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস জানিয়েছেন। তিনি এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছেন।

'বাংলায় আফস্পা চাই', অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন জ্যোতির্ময়

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার রাতেও নতুন করে মুর্শিদাবাদের নানা প্রান্তে অশান্তির ঘটনা সামনে এসেছে। শনিবার সন্ধ্যাতেই আবার মুর্শিদাবাদে পৌঁছে গিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। পৌঁছে গিয়েছেন বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল করণি সিং। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে পশ্চিমবঙ্গে আফস্পার দাবি জানালেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানিয়েছেন। বিজেপির লোকসভার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে আফস্পা-এর আওতায় ''অশান্ত এলাকা'' হিসেবে ঘোষণা করা হোক। জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো রবিবার বলেছেন, 'গত অনেক দিন ধরে, ''জম্মু ও কাশ্মীরের মতো'' পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে - যখন ১৯৯০-এর দশকে হিন্দুদের দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, বিশেষ করে বাংলার ৪টি জেলায়, যার মধ্যে রয়েছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তাই, আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আফস্পা বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি, অন্যথায়, সিরিয়ায় যা ঘটেছে এবং বাংলাদেশে যা ঘটছে তাই হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের মতো পরিস্থিতি এখন এখানেও একই রকম। আমি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং আদালতকে ধন্যবাদ জানাই যে কেন্দ্রীয় বাহিনী (মুর্শিদাবাদে) মোতায়েন করা হয়েছে, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। এই এলাকাটিকে ''অশান্ত এলাকা'' হিসেবে ঘোষণা করা উচিত।

সোমবার হরিয়ানায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন একাধিক প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার, আম্বেদকর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে হরিয়ানা সফর করবেন। তিনি সোমবার সকালে হিসার যাবেন এবং হিসার থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত একটি বাণিজ্যিক বিমানের উদ্বোধন করবেন এবং হিসার বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি জনসভায়ও ভাষণ দেবেন। এরপর, প্রধানমন্ত্রী যমুনানগরে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং এই উপলক্ষ্যে জনসমাবেশে ভাষণ দেবেন।

এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিকাঠামো বৃদ্ধির পাশাপাশি শেষ মাইল পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী মোদী যমুনানগরে দীনবন্ধু ছোটু রাম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৮০০ মেগাওয়াট আধুনিক তাপবিদ্যুৎ ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। গোবর্ধন প্রকল্পের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রী যমুনানগরের মুকারবপুরে একটি সংকুচিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। ভারতমালা পরিযোজনার আওতায় প্রায় ১,০৭০ কোটি টাকা মূল্যের ১৪.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেওয়ারি বাইপাস প্রকল্পেরও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

'হিন্দুরাই এখন নিজভূমে পরবাসী', গর্জে উঠলেন সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা নিয়ে গর্জে উঠলেন সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার শনিবার গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর গড়া ''হিন্দু হোমল্যান্ড'' পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুদের দুর্বিষহ পরিনতি দেখুন! গপ্পখদ্বথন্ঠথজ্জ্বথন - এর বেআব্রু তোষণের রাজত্বে হিন্দুরাই এখন নিজভূমে পরবাসী হয়ে জীবনধারণ করতে বাধ্য...

কট্টরপন্থী মৌলবাদী দুষ্কৃতীদের উপদ্রবে ভিটে-মাটি ছেড়ে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের বেশ কয়েকটি পরিবারকে ঠাঁই নিতে হয়েছে মালদহের পারালাল হাই স্কুল প্রাঙ্গণে!

হিন্দুদের জন্য এই চরম বিপদশঙ্কুল দিনেও তৃণমূলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে! স্বাধীন ভারতের মাটিতেও বিভাজনের বিভীষিকাময় ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকে চাক্ষুষ করাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় !'

ফিরোজাবাদে কাঁচ ফ্যাক্টরিতে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শ্রমিকরা

ফিরোজাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় রবিবার নগলা ভাউ এলাকার এক কাঁচ ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং সকলে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন।

পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৪টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান এই দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানি হয়নি।

হরিয়ানায় বাড়ির উঠোনে আফিম চাষ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

ফতেহাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : হরিয়ানার ফতেহাবাদ জেলার রতিয়া থানার পুলিশ পিলছিয়া গ্রামে এক বাড়িতে হানা দিয়ে উঠোনে লাগানো ১৪৩টি আফিম গাছ ধ্বংস করেছে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত: আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

হায়দরাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদের অশান্তি প্রসঙ্গে মুখ খুললেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তাঁকে এই বিষয়ে রবিবার সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপাত্র নই। আমরা সব সময় হিংসার নিন্দা করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব। বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। যে কোনও ধরণের হিংসার ঘটনা নিন্দনীয়।'

'বিভাজনের বিভীষিকাময় অন্ধকার', তোপ সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা নিয়ে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো-সহ একটি পোস্টে লেখেন, 'মৌলবাদী হিংস্রতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ধুলিয়ানের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালী মন্দির, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গা মন্দির!

সাধের ভিটে-মাটি ছেড়ে হিন্দুদের পলায়ন, মৌলবাদী হানাদারদের থেকে স্ত্রী-মাতার সম্ভ্রম রক্ষার মরিয়া চেষ্টা, সর্বস্ব থেকেও স্বাধীন ভারতের মাটিতে উদ্বাস্তু হয়ে জীবনধারণ!

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুর জন্য ''গণশত্রু'' গপ্পখদ্বথন্ঠথজ্জ্বথন আজ বাংলার এই মাটিতেই প্রকাশ্যে চাক্ষুষ করাচ্ছেন ''নোয়াখালী পার্ট ২''। বিভাজনের বিভীষিকাময় অন্ধকার এখন শুধু মুর্শিদাবাদ থেকে মালদহে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুপ্রেরণায় তাঁর উন্মত্ত জেহাদী বাহিনী স্বপ্ন দেখছে গোটা বাংলায় এই নৈরাজ্য স্থাপনের।'

বান্ধবগড়ে বাঘিনীর হামলায় মহিলা জখম

উমরিয়া, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভের ধামোখর রেঞ্জে কাট কুড়োতে গিয়ে বাঘিনীর হামলায় গুরুতর জখম হলেন সেমরিয়া গ্রামের এক মহিলা। রবিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে। চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে এসে বাঘিনীকে তাড়ান। পরে জখম মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বন দফতর জখম মহিলাকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, শনিবারও একই এলাকায় এক শিশুকে মেরে ফেলে বাঘিনী। বন দফতর বাঘিনীকে সরাতে হাতির সাহায্য নিচ্ছে।

আইপিএলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ রান, অভিষেক শর্মার ব্যাটে নতুন ইতিহাস

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার আইপিএলের ইতিহাসে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড এবার নিজের নামে করলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অভিষেক শর্মা। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৫৫ বলে ১৪১ রানের ইনিংস খেলে রেকর্ডবুকে নাম তুললেন তিনি।

শনিবারের ম্যাচের আগে, কেএল রাহুলের রেকর্ড ছিল উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের হয়ে খেলার সময় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে অপরাজিত ১৩২ রান।

সামগ্রিকভাবে, ক্রিস গেইল আইপিএলে সর্বকালের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী। ২০১৩ সালে পুনে ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে তিনি ৬৬ বলে অপরাজিত ১৭৫ রান করেছিলেন। আইপিএলে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর করা শীর্ষ ৫ ভারতীয় ব্যাটসম্যান:

অভিষেক শর্মা ১৪১ (৫৫) এসআরএইচ হয়ে পিবিকের বিরুদ্ধে (হায়দরাবাদ ১২ এপ্রিল, ২০২৫)

কেএল রাহুল ১৩২ (৬৯) পঞ্জাব কিংসের হয়ে আরসিবি বিরুদ্ধে(দুবাই ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০)

শুভমান গিল ১২৯ (৬০) গুজরাট টাইটানসের হয়ে এমআই এর বিরুদ্ধে (আহমেদাবাদ ২৬ মে, ২০২৩)

ঋষভ পন্থ ১২৮ (৬৩) দিল্লির হয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে (দিল্লি ১০ মে, ২০১৮)

মুরালি বিজয় ১২৭ (৫৬) চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে রাজস্থান রয়েলসের বিরুদ্ধে (চেন্নাই,৩ এপ্রিল, ২০১০)

শিশুকন্যাকে খুন করে পুঁতে দিল এক নাবালক, চাঞ্চল্য হাসনাবাদে

বারাসত, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ছ''বছরের শিশুকন্যাকে খুন করে পুঁতে দিল এক নাবালক। অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত রামেশ্বরপুরের মনোহরপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম সায়মা খাতুন (৬)। সে প্রথম শ্রেণিতে পড়ত।

শনিবার পিসির বাড়ি যাওয়ার নাম করে তাকে ডেকে নিয়ে যায় তার পিসতুতো দাদা। তারপর থেকে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি সায়মার। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু কোনও হদিশ মেলেনি তার। তখনই সন্দেহবশত ওই পিসতুতো দাদার কাছে যায় সায়মার অভিভাবকরা। তাকে সায়মার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। কোনও সদুত্তর না পেয়ে তার বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই শিশুকন্যার পরিবারের সদস্যরা। তার ভিত্তিতেই ওই নাবালককে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জেরায় সায়মাকে খুনের কথা স্বীকার করে নেয় সে।

অভিযুক্ত পুলিশকে জানায়, বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে বোনকে খুন করে বাড়ির পিছনে পুঁতে দিয়েছে সে। সব শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ শিশুকন্যার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খুনের ঘটনার পুনঃনির্মাণও করেছে তদন্তকারীরা।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ড্র করল আর্সেনাল

লন্ডন, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে আর্সেনাল ও ব্রেন্টফোর্ড এর লড়াই। দ্বিতীয়ার্ধে টমাস পার্টি আর্সেনালকে এগিয়ে নেওয়ার পর চমৎকার গোলে ব্রেন্টফোর্ডকে সমতায় ফিরিয়েছেন ইওয়ান ভিসা।গত সপ্তাহে এভারটনের বিপক্ষেও ড্র করেছিল আর্সোনাল।

চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আর্সেনাল। তাই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন খেলোয়াড়কে একাদশে রাখেননি আর্সেনালের কোচ।

৩২ ম্যাচে ১৭ জয় ও ১২ ড্রয়ে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে আর্সেনাল। এক ম্যাচ কম খেলা লিভারপুল ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। শিরোপা লড়াইয়ের নিকটতম দল পয়েন্ট হারানোয় শিরোপার পথে আরেকটু এগিয়ে গেল আর্না স্লটের দল।

সৌদি প্রো লিগ: আল রিয়াদকে হারিয়ে দিল আল নাসর

রিয়াদ, ১৩ এপ্রিল(হি.স.): সৌদি প্রো লিগে শনিবারের রাতের ম্যাচটি ২-১ গোলে আল রিয়াদের বিরুদ্ধে জিতেছে আল নাস্‌র। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়া আল নাসরকে দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে গোলের পথ দেখালেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। এরপর ৬৪ মিনিটে আরেকটি দৃষ্টিনন্দন গোল করে দলকে জেতালেন তিনি। তবেস্বাগতিকদের দুটি গোলেই জড়িয়ে আরেক তারকা সাদিও মানের নাম। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফায়েজ সেলেমানির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল রিয়াদ। টানা দুই ম্যাচে গোল করলেন রোনাল্ডো। গত সপ্তাহেও আল হিলালের মাঠে তাদের বিরুদ্ধে একটি গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। সেই ম্যাচে আল নাসর ৩-১এ জয় পেয়েছিল।

এই দুই গোলে সৌদি প্রো লিগে পর্তুগিজ মহাতারকার গোল হলো ৭২টি। হাজার গোলের স্বপ্নের মাইলফলক ছোঁয়ার দিকেও তিনি আরও এগিয়ে গেলেন। তার কেরিয়ারে গোল সংখ্যা এখন ৯৩৩টি।

২৭ রাউন্ড শেষে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আল নাস্‌র। নাসরের চেয়ে ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে দুইয়ে আল হিলাল। আর ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আল ইত্তিহাদ।

লা লিগা: আত্মঘাতী গোলে বার্সার কষ্টার্জিত জয়, রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেল

বার্সেলোনা , ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার রাতে লেগানেসের বিরুদ্ধে লিগ ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। তবে ভাগ্যের সহায় জয় পেল বার্সেলোনা। কারন লেগানেসের ডিফেন্ডার হোর্হে সায়েন্স এর আত্মঘাতী গোলে জয় পেয়েছে বার্সা। আর এই জয়ে ৭ পয়েন্ট এগিয়ে গেল বার্সা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে।

এই দলের বিরুদ্ধে আসরে প্রথম দেখায় গত ডিসেম্বরে ঘরের মাঠে বার্সেলোনা হেরেছিল একই ব্যবধানে। ৩১ ম্যাচে ২২ জয় ও ৪ ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট হল ৭০। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। ৩১ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ১৯ নম্বরে আছে লেগানেস।

মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস লিগে কোয়ার্টার-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের মুখোমুখি হবে বার্সা। প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ৪-০ গোলে জিতে সেমি-ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে ফ্লিকের দল।

পথ দুর্ঘটনায় নিহত সিভিক ভলান্টিয়ার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার গভীর রাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক সিভিক ভলান্টিয়ারের।

জানা গেছে, গোয়ালতোড় থানার সিভিক ভলান্টিয়ার খোকন আহির (২৯) শনিবার রাতে ডিউটির পর চন্দ্রকোনা রোড ফাঁড়ির দক্ষিণশোল এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তির গাজন দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময়ই এই পথ দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

তৃণমূলের অপ-শাসনে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নেই, নিশানা শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা পরিস্থিতি নিয়ে 'তৃণমূলের অপ-শাসন'-কে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ-শাসন আর তোষনের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গকে পুড়িয়ে ছাড়খার করছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন বাংলাদেশের মতো ধর্মীয় নিপীড়ন চলছে যার শিকার হচ্ছেন হিন্দুরা।

উগ্র মৌলবাদীদের প্ররোচনায় আন্দোলনের নামে গত কয়দিন ধরে জেহাদিদের সন্ত্রাসে ভয়ে প্রায় ৪০০ জনেরও বেশী হিন্দু নদী পার করে

১৭ এপ্রিল পর্যন্ত কানপুরে সফর মোহন ভাগবতের, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

কানপুর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত কানপুর সফরে থাকছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। এই সময়ে কানপুরে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে সঙ্ঘ প্রধানের। রবিবার আরএসএস সূত্রে জানা গিয়েছে, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ১৩ থেকে ১৭ এপ্রিল কানপুর সফর করবেন। ১৪ এপ্রিল তিনি আরএসএসের নতুন অফিস উদ্বোধন করবেন। অফিস প্রাঙ্গণে তিনি ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর অডিটোরিয়ামও উদ্বোধন করবেন।
কানপুর সফরকালে, ভাগবত ১৫ এবং ১৬ এপ্রিল কয়লা নগর এবং নিরালা নগরে স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এবং শাখাগুলিতে অংশগ্রহণ করবেন।

বৈশাখী শুভেচ্ছাবার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার সকালে বৈশাখী-শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা বার্তায় জানান, সবাইকে বৈশাখীর শুভেচ্ছা! এই উৎসব আপনাদের জীবনে নতুন আশা, সুখ এবং প্রাচুর্য্য নিয়ে আসুক। আমরা যেন সবসময় একতা, কৃতজ্ঞতা এবং নতুনের চেতনা উদযাপন করি।
উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখন উৎসবের আমেজ। পশ্চিমবঙ্গে উদযাপিত হবে পয়লা বৈশাখ, অসমে উদযাপিত হবে বোহাগ বিহু, এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরও নানা ধরনের উৎসবের আমেজ রয়েছে।

উত্তর প্রদেশ পুলিশের অভিযান, ৫ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৮৬ জন্য অভিযুক্ত

ফিরোজাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলার বিভিন্ন থানায় মামলায় পলাতক অভিযুক্তদের ধরতে ফের সক্রিয় হল ফিরোজাবাদ জেলা পুলিশ। শনিবার রাত ১২টা থেকে রবিবার ভোর ৫টা পর্যন্ত ৫ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে মোট ৮৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, এমন অভিযান নিয়মিত চলবে।

ভোটের জন্য এখনও চুপ করে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার : গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

যোধপুর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে হিংসার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। রবিবার রাজস্থানের যোধপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে ভোট তুষ্টির জন্য যে পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে তা দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। সাম্প্রতিক সময়ে, বিশেষ করে রাম নবমী উপলক্ষ্যে এবং তারপর থেকে ক্রমাগত, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে এবং পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, মন্দির ভাঙচুর করা হচ্ছে এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে, এবং এখনও রাজ্য সরকার কেবল ভোটের জন্য নীরব, যা আমাদের বাংলা বিভাগের সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।'
গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত আরও বলেছেন, 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, মানুষের বিবেক আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাকে এই ঘটনা থেকে মুক্ত করবে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হবে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজু, বিহু, বিসু ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল : রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বিজু, বিহু, বিসু, গড়িয়া পূজা, গাজন এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী।
এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে জনজাতি ও বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকলেও পার্বণ পালনে সকলেই একসূত্রে গাঁথা। তিনি উল্লেখ করেন, এই উৎসবগুলোতে ধনী থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত, সমাজের সব শ্রেণির মানুষই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আনন্দে মেতে ওঠেন।
বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, এই উৎসবগুলো শুধুমাত্র সংস্কৃতির পরিচয় নয়, বরং পারস্পরিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি চৈত্র সংক্রান্তি এবং পহেলা বৈশাখ উপলক্ষেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

ধুলিয়ানে মৃত্যু ৩ জনের, দাবি পুলিশের; সুরক্ষা চাইছেন স্থানীয়রা

মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): হিংসায় অশান্ত মুর্শিদাবাদে এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। যদিও পুলিশের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। অশান্ত মুর্শিদাবাদে এখন সুরক্ষা চাইছেন হিন্দুরা। রবিবার সকালে এক মহিলা বলেছেন, আমরা নিরাপত্তা চাই, আর কিছু নয়। তারা আমাদের বাড়িতে ঢুকে সব কিছু ভাঙচুর করেছে।
ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভকে ঘিরে গত শুক্রবার অশান্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্ত। হিন্দুদের ঘর-বাড়ি, দোকানে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। হিংসাত্মক ঘটনায় ধুলিয়ানে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মুর্শিদাবাদে এখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। বিভিন্ন এলাকায় চলছে টহল। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৈশাখীর শুভেচ্ছা উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): পয়লা বৈশাখ ও বিহু-সহ বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। রবিবার সকালে বৈশাখীর শুভেচ্ছা জানিয়ে উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, বৈশাখী, বিষু, বোহাগ বিহু, পয়লা বৈশাখ, মেশাদি, বৈশাখাড়ি এবং পুথান্ডু পিরাপু উপলক্ষে আমি সকল নাগরিককে আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই।
উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখন উৎসবের আমেজ। পশ্চিমবঙ্গে উদযাপিত হবে পয়লা বৈশাখ, অসমে উদযাপিত হবে বোহাগ বিহু, এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরও নানা ধরনের উৎসবের আমেজ রয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ : মনসুখ মান্ডভিয়া

পাটনা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। রবিবার বিহারের রাজধানী পাটনায় আয়োজিত 'জয় ভীম পদযাত্রা' অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, 'যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। ডঃ বিআর আম্বেদকর সংবিধান দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে দেশের জনগণকে সমান অধিকার দিয়েছেন। যুবসমাজকে এই অধিকারগুলি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, সংবিধানকে সম্মান করতে হবে এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণ করতে হবে।'
ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাতে ১০,০০০ মাই ভারত যুব স্বেচ্ছাসেবকের সাথে "জয় ভীম পদযাত্রা"-তে অংশগ্রহণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০৪৭ সালে, যখন দেশ স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে, তখন বিকশিত ভারত প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েছেন। এই পদযাত্রাটি এমনভাবে আয়োজন করা হয়েছে যাতে কোটি কোটি যুবক এই সংকল্পের অংশ হন।' উল্লেখ্য, এদিন জয় ভীম পদযাত্রায় অংশ নেওয়ার প্রাক্কালে, ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মনসুখ।

মিলল খোঁজ, শিমলার মঠ থেকে নিখোঁজ দুই ভিক্ষুকে খুঁজে পেল পুলিশ

শিমলা,১৩ এপ্রিল (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশের শিমলা জেলার সঞ্জৌলির জোনাং বৌদ্ধ মঠ থেকে নিখোঁজ হওয়া দুই কিশোর শিক্ষানবিশ ভিক্ষুকে খুঁজে পেল পুলিশ। গত ১০ এপ্রিল দুপুরে মঠ থেকে বেরিয়ে তারা আর ফেরেনি। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঢালি চকে তাদের খুঁজে পায় এবং মঠ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা মঠ কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই বেরিয়েছিল এবং রাস্তা ভুলে যায়। তাদের কাছে ফোন না থাকায় যোগাযোগ করতে পারেনি। এক জন পশ্চিমবঙ্গের, আরেক জন অরুণাচলের বাসিন্দা। উভয়েই বৌদ্ধ ধর্মের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

.াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে যাঁরা প্রয়াত হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
তিনি এদিন জানান, জালিয়ানওয়ালাবাগের শহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। আগামী প্রজন্ম তাঁদের অদম্য চেতনাকে সর্বদা স্মরণ করবে। এটা আমাদের দেশের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় ছিল। তাঁদের আত্মত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিয়ে এসেছিল।

ঊনকোটি জেলার দেও নদীতে

● আটের পাতার পর

নদীতে ফুল, ফল ও পবিত্র জল বিসর্জন দিয়ে প্রকৃতি ও মানবজাতির কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করেন তারা।
তিন দিনব্যাপী এই উৎসবে অংশ নেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমাও।
ফুল বিসর্জনের পর প্যাঁচারথল বৌদ্ধবিহারে এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে ধর্মীয় নেতারা শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দেন।
উৎসবটি চাকমা সম্প্রদায়ের নতুন বছরের সূচনা হিসেবে পালিত হয় এবং এটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত।

বিকল পাম্প মেশিন, কৃষি জমিতে জলসেচের

● আটের পাতার পর

চরে কৃষকদের জমিতে জল দেওয়ার জন্য যে পাম্প মেশিনটি রয়েছে বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে পাম্প মেশিন থেকে কৃষকরা তাদের জমিতে জল দিতে পারছে না। যার ফলে তাদের ফসলগুলি প্রখর রোদে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে শসা, মরিচ, ঝিঙ্গে, বিভিন্ন ধরনের সবজি গাছগুলি মরে লাল হয়ে রয়েছে।
কিছু কিছু কৃষক দমকল ভাড়া এনে কৃষি জমিতে জল দিয়ে, ফসলগুলো কোন রকমে রক্ষা করছেন। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় কৃষি দপ্তর, বা প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। সাংবাদিদের কাছে পেয়ে কৃষকরা তাদের দুঃখের কথা তুলে ধরেন। কেউ বলেন বন্ধন থেকে, আবার কেউ বলেন সুদে টাকা এনে কৃষি কাজ করছে।তাদের দাবি অবিলম্বে যাতে পাম্প মেশিনটি ঠিকঠাক করে, জলের ব্যবস্থা করে, কৃষকদের বাঁচিয়ে তোলে।

ধলাই জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা সভা

● আটের পাতার পর

জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ, পুলিশ সুপার মিহিরলাল দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য, ধলাই জেলার ৪টি মহকুমার মহকুমা শাসকগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির জেলাস্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কদমতলায় সপ্তম

● প্রথম পাতার পর

নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, মাদ্রাসা হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়। পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। তবে মূল অভিযুক্ত নাবালক পলাতক রয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত নাবালককে গ্রেপ্তারের জন্য জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়রা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে এবং পলাতক অভিযুক্তকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

বৈদ্যনাথের মূর্তি পুনস্থাপনের

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু, সম্প্রতি গভীর রাতে আকস্মিকভাবে ওই স্থানেই ভগবান রামের মূর্তি বসানো হয়, যা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।
চিঠিতে বিরোধী দলনেতা বলেন, এটি শুধু স্থানীয় মানুষের আবেগের প্রতি অসম্মান নয়, বরং রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধেও একপ্রকার আঘাত।
শ্রী চৌধুরী তাঁর চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বৈদ্যনাথ মজুমদারের মূর্তিটি যেন পুনরায় স্ব-স্থানে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিস্থাপন করা এবং ভগবান রামের মূর্তিটি যেন উপযুক্ত ও সম্মানজনক স্থানে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তর করা, এই দুটি প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি দলমত নির্বিশেষে এবং প্রশাসনিক উদ্যোগে এই ধরনের ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

কৈলাসহরে বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলনকারীরা ইট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। যার ফলে একাধিক পুলিশ কর্মী আহত হন। পাশাপাশি খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে দু একজন সাংবাদিক অল্পবিস্তর আহত হন, এবং কিছু আন্দোলনকারীরাও আহত হয়েছেন, পরবর্তী সময় পরিস্থিতি শান্ত হয়।
এ ব্যাপারে কৈলাসহর থানার পুলিশ একটি সদপ্রণোদিত মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গতকাল ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ অভিযুক্ত আট জনকে গ্রেফতার করেছে এবং গতকাল তাদেরকে থানা থেকে জেলা দায়রা আদালতে প্রেরণ করেছে। পাশাপাশি এই কান্ডের পেছনে বাকি অভিযুক্তদের অতিসত্বর আইনের আওতায় আনা হবে বলেও রবিবার এক সাক্ষাৎকারে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান।

ওয়াকফ বিরোধী প্রতিবাদে

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভকারীদের আরেকটি দল আগের মিছিলে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। বাঁশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মানব ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন সরাসরি সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। কোনওভাবে বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না দেখে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।
এদিকে পুরাতন লক্ষ্মীপুর রোডে আবারও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ভাঙা ইট, পাথর ছুঁড়েছে। তখন রাজ্য পুলিশ ও সিআরপিএফ ফের লাঠিচার্জ করে।
পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে জেলা প্রশাসন। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার অন্তরা সেন, সাউদার্ন রেঞ্জের ডিআইজি কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়া ঘটনাস্থলগুলিতে ছোটাছুটি করছেন। এছাড়া প্রতিবাদকারীদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন এবং অন্যান্য ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিক জানিগঞ্জ, সদর থানা রোড এবং দেওয়ানজি বাজারের ব্যস্ততম সংযোগস্থল কালীবাড়ি পয়েন্টে অবস্থান করেন। জায়গায় জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে সিআরপিএফ এবং কমান্ডো ব্যাটালিয়নের বিশাল বাহিনী।
পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো জানান, এ মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও সিআরপিএফ টহল দিচ্ছে।

ওয়াকফ বিল ও

● প্রথম পাতার পর

জলসম্পদ দপ্তরে দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছে। ভূমি মাফিয়ার দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।
সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর ২৬ু শুল্ক চাপিয়ে দেশের অর্থনীতি, ঔষধ, কৃষি ও শিল্পখাতকে বিপন্ন করেছে। অথচ মোদী সরকার এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ না করে আমেরিকার প্রতি নতিস্বীকার করেছে। রান্নার গ্যাস থেকে যুদ্ধবিমান — সবকিছু উচ্চমূল্যে আমদানি করে জনগণের কাঁধে বোঝা চাপাচ্ছে।
সিপিআই(এম এল) ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে। পার্থ কর্মকার বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, তামিলনাড়ু সহ বহু রাজ্যে এই দিনটিকে সরকারি ছুটির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাতেও এই দিনটিকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করতে হবে বলে দাবি করা হয়।
সম্মেলনে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনের যৌথ মঞ্চের ডাকে ২০ মে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে রাজ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে সিপিআই(এম এল)। শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষার্থী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহ সব স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার ও মিছিলের আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি জাতীয় যৌথ মঞ্চের শরিক আইএনটিইউসি-কে রাজ্যে সামিল হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।
সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সিপিআই(এম এল) রাজ্য কমিটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, তারা সংবিধান, গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের অধিকারের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে এবং ফ্যাসিবাদী, কর্পোরেটপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন জারি রাখবে।

নদী ভাঙনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত

● প্রথম পাতার পর

ওয়াটার রিসোর্সের আধিকারিক পার্থ প্রতিম রায় জানান, এর আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এলাকার জনপ্রতিনিধি, খোয়াই ব্লকের চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানকে সাথে নিয়ে গোটা বিষয়টি পরিদর্শন করা হয়। এবং নদী ভাঙ্গন আটকাতে ইস্টিমেট তৈরি হয়ে গেছে বলে জানান। খুব তাড়াতাড়ি এর কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে। কিন্তু নদীভাঙ্গনের ফলে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা।

রাজ্যে সাইবার প্রতারণা নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

ব্যবহারকারী এক পরিবার TSECL-এর নামে একটি ভুয়ো বার্তা পায়। তাদের একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয় বিদ্যুৎ বিল দেখার জন্য। বার্তাটি বিশ্বাস করে তারা নির্দেশ মেনে অ্যাপটি ডাউনলোড করলে তাদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।
এই ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে TSECL স্পষ্ট জানিয়েছে, কর্পোরেশন কখনও অজানা নম্বর থেকে ফোন বা মেসেজ করে না এবং গ্রাহকদের অচেনা অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলে না। শুধুমাত্র BidyutBandhu TSECLé-এর অফিসিয়াল অ্যাপ, যা গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যায় টছক্কঞ্ঝজ্র-এর পক্ষ থেকে পাঠানো সমস্ত অফিসিয়াল মেসেজ 'টছক্কঞ্ঝজ্রজ্জ"-এর মতো ভেরিফায়েড সেন্ডার আইডি থেকে আসে।
প্রতারণা রুখতে কর্পোরেশন একটি বিস্তারিত পরামর্শিকা জারি করেছে। গ্রাহকদের জন্য প্রধান সতর্কতা নির্দেশগুলি হলো- অপরিচিত নম্বর থেকে আসা মেসেজ, লিঙ্ক বা ফোন এড়িয়ে চলুন। কখনওই হোয়াটসঅ্যাপ, এসএমএস বা ইমেলে প্রাপ্ত ঙ্ঞ্জফাইল ডাউনলোড করবেন না। কোনও অজানা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য বা ঔঞ শেয়ার করবেন না। "রিকানেকশন চার্জ" বা "পেন্ডিং ডিউস" দেওয়ার নামে প্রতারকরা হানিকারক অ্যাপ ইন্সটল করাতে পারে।
প্রতারণার শিকার হলে বা সন্দেহজনক বার্তা পেলে নিকটবর্তী থানায় অবহিত করা অথবা জাতীয় সাইবার অপরাধ প্রতিবেদন পোর্টাল www.cybercrime.ম্বvfiné-এ রিপোর্ট করার পাশাপাশি ১৯৩০ নম্বরে কল করার পরামর্শ দিয়েছেটছক্কঞ্ঝজ্র।
কর্পোরেশনের এক মুখপাত্র জানান, "এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সচেতনতা হল আমাদের প্রধান অস্ত্র। সকলকে অনুরোধ করছি, শুধুমাত্র অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন।"
টছক্কঞ্ঝজ্র জানিয়েছে, এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা রাজ্যজুড়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালাবে এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করবে।
বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যেকোনও তথ্য ও পরিষেবার জন্য গ্রাহকদের www.tsecl.in অথবা www.bidyutbandhu.com ওয়েবসাইট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বাজেটে জনজাতিদের

● প্রথম পাতার পর

মেলা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যের শুরুতেই চাকমা ভাষায় সকলকে নমস্কার ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, চাকমা জনজাতি সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উৎসব বিজু। আজ এখানে ৫১তম রাজ্যভিত্তিক বিজু মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। বিজু সাধারণত তিনদিন হয়ে থাকে - ফুল বিজু, মূল বিজু এবং গচ্ছেপচ্ছে বিজু। এরসঙ্গে এবার ২দিন যুক্ত হয়ে মোট ৫ দিনের বিজু মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত খুশি। দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চাকমা জনগোষ্ঠীর জন্য যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন এরজন্য ত্রিপুরার জনগণের পক্ষ থেকে আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এই সময়টা পুরনো বছরকে বিদায় দেওয়া এবং নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার পালা। পুরনো বছরের ব্যর্থতা ও সাফল্যগুলি আলোচনার মাধ্যমে আগামীদিন আরো নতুনভাবে ভুল শুধরে কিভাবে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে সেই কাজগুলি আমরা করবো।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চাকমাদের বিজু, অহমিয়াদের বিহু, ত্রিপুরীদের বুইসু, জমাতিয়াদের গড়িয়া, মগদের সাংগ্রাই, হিন্দুদের গাজন ও নববর্ষ বরণ আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। আমাদের ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে ত্রিপুরায়। রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার দ্বিতীয় দিনে ডার্লং সম্প্রদায়কে জনজাতি গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাকে বক্তব্য রাখতে হয়েছে। আমি খুবই খুশি হয়েছি যে রাজ্যের জনজাতিদের নিয়ে সাংসদ হিসেবে আমাকে বলতে হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত জনজাতি গোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে অটুট রাখা। এরমধ্যে চাকমা জনগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব লিপি রয়েছে। যা খুবই বড় বিষয়। চাকমা ভাষাকে যাতে আরো প্রসার করা যায় সেটা অবশ্য চেষ্টা করা হবে। সেই সঙ্গে তাদের আরো যেসব দাবিদাওয়া রয়েছে সেগুলিও নিশ্চয় গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যের জনজাতিদের থেকে ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছেন। এরমধ্যে চাকমা জনগোষ্ঠীর থেকে স্মৃতি রেখা চাকমাও রয়েছেন। যাকে ২০২৪ এ পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সবসময় জনজাতিদের জন্য চিন্তা করেন।
ডাঃ সাহা আরো বলেন, রাজ্যে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে রিয়াং শরণার্থীরা দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটালেও তাদের জন্য কিছুই করেনি রাজ্যের পূর্বতন সরকার। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাদের সমস্যা সমাধান হয়েছে। তাদের সার্বিক বিকাশে প্রথমে ৫০০ কোটির প্যাকেজ দেওয়া হয়। যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০০ কোটি হয়। আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কারণে। আমাদের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আগরতলা এয়ারপোর্টের নাম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে নামকরণ করেছে। যা খোদ প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। আমাদের সরকার মহারাজার জন্মদিন ১৯ আগস্ট তারিখে সরকারি ছুটির ঘোষণা করেছে। কামান চৌমুহনী সংলগ্ন আইল্যান্ডে মহারাজার মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এডিসির নাম তিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য দিল্লির কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এডিসিতে যাতে সকল জনজাতি সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন তারজন্য ২৮টি আসন থেকে ৫০টি আসন করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ধলাই জেলা রাজ্যের একটি এসপিরেশন্যাল জেলা। এর উন্নয়নে ১০ু বেশি অর্থ দেওয়া হয়। আমাদের সরকার আসার পর এই জেলা এখন উন্নয়নের মুখ দেখতে শুরু করেছে। রাজ্যের রিসা, মাতাবাড়ির প্রসাদ, পাছড়া, আনারস আন্তর্জাতিক স্তরে জি আই ট্যাগ পেয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ এখানে আপনারা যেভাবে আমাকে সম্বর্ধনা দিয়েছেন তাতে আমি খুবই আপ্লুত। জীবনভর এটা মনে থাকবে। জনজাতিদের কথা মাথায় রেখে আমাদের সরকার কাজ করছে। আগে ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পুজোতে মাত্র ১দিন ছুটি ছিল। আর আমরা সেটা দুদিন করেছি। শান্তি সম্প্রীতি না থাকলে কোন দেশ বা রাজ্য উন্নতি করতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কারণে রাজ্যের এটিটিএফ ও এনএলএফটি দুই বৈরী গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। আর এখন ত্রিপুরা উগ্রপন্থা মুক্ত রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এডিসি এলাকায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। জনজাতিদের সমস্ত দিক দিয়ে উন্নয়নের জন্য এই সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, ধলাই জেলার জেলা সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য, জেলা পুলিশ সুপার মিহির লাল দাস, মহকুমা শাসক উত্তম কুমার ভৌমিক, ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদের কার্বারি (প্রধান) দেবযান চাকমা, রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। উল্লেখ্য, ৫ দিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক এই বিজু মেলা চলবে আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত।

ক্রীড়াঙ্গন

সন্তোষ স্মৃতি ক্রিকেটে পোলস্টারকে ১০ উইকেটে হারিয়ে শতদল এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে শতদল সংঘ। তাও শক্তিশালী পোলস্টার ক্লাবকে হারিয়ে। শতদল সংঘের বোলার শামসের যাদব, পার্থ চন্দন ও দেবরাজ দে-দের সাঁড়াশি আক্রমণে পোলস্টার এর ব্যাটার্সরা আজ অনেকটাই কুপোকাত। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেটের। শতদল সংঘের ওপেনিং জুটিতে দ্বীপজয় দেব এবং হর্ষ বর্ধনের অনবদ্য ব্যাটিং পারফরম্যন্স দলকে বিনা উইকেটে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয়ের মধ্য দিয়ে শতদল সংঘ জয়ে ফিরেছে বলা চলে।

অপরদিকে পোলস্টারের জয়-হার-জয়-হার সারণী বর্তমান। কেননা প্রথম ম্যাচে ও পি সি-কে ৮ উইকেটে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে কসমোপলিটেনের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছিল। তৃতীয় ম্যাচে পুনরায় মৌচাককে ৯৪ রানে হারিয়ে জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। পক্ষান্তরে শতদল সংঘ প্রথম ম্যাচে চলমান সংঘকে ৮৩ রানে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচে হারতে হয়েছিল ৪ উইকেটে কসমোপলিটনের কাছে। ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে শতদল সংঘ অনেকটাই এগিয়ে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পোলস্টার প্রথমে বেটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৯.৫ ওভার খেলে ১২১ রানের ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। সন্দীপ মিত্তালের ২৬ রান সর্বাধিক স্কোর ছিল। শতদলের সামসের যাদব ১৬ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ের সহজ পথে দাঁড় করায়। এছাড়া পার্থ চন্দন ও দেবরাজ দে দুটি করে উইকেট পেয়েছে জবাবে ব্যাট করতে নেমে শতদলের ওপেনিং জুটি দ্বীপজয় দেব অপরাজিত ৬০ রান, হর্ষ বর্ধন অপরাজিত ৫৩ রান দলকে জয় এনে দেয়। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে সামসের যাদব পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

চলমান সংঘকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ মৌচাক ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে মৌচাক ক্লাব। এ ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় এসে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে মৌচাক ক্লাব কিঞ্চিৎ স্বস্তিতে রয়েছে। হারিয়েছে চলমান সংঘকে ২৫ রানের ব্যবধানে। তিন ম্যাচে কসমোপলিটন, ওপিসি এবং পোলস্টারের কাছে পরাজয়ের পর মৌচাক ক্লাব চলমান সংঘকে হারিয়ে চতুর্থ ম্যাচে প্রথম জয় পেয়েছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪০.৫ ওভার খেলে ১৭৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে চলমান সংঘ ব্যাট করতে নেমে ৩৭.২ ওভার খেলে ১৫০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে চলমান সংঘের ধৃতিমান নন্দীর ৩৯ রান এবং বিশু রাজের ৩৬ রান মৌচাকের রবিশঙ্কর মুড়াসিংয়ের ৩৮ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে মৌচাকের সিকান্দর কুমার ১৪ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে চলমানের গতি রোধ করে দলকে জয় এনে দেয়। সিকান্দর আবার প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। চলমান সংঘের লক্ষণ পাল, দেবপ্রসাদ সিংহ চারটি করে উইকেট পেয়েছিল।

এ-ডিভিশন ক্রিকেটে বিসিসি-কে হারিয়ে টানা ৪র্থ জয় কসমোপলিটনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চার ম্যাচে জয়। অপরাজেয় কসমোপলিটনের অবস্থান তালিকার শীর্ষে। চতুর্থ ম্যাচে আজ, রবিবার বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি-কে ১৮৪ রানের ব্যবধানে হারিয়ে কসমোপলিটন ক্লাব জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে।

খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেটের। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরু হতে অনিবার্য্য কারণে কিছুটা দেরি হয়েছে বলে ম্যাচে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪৯ করা হয়। টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪৯ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে কসমোপলিটন ক্লাব ২৮৯ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নামলে বিসিসি-র ব্যাটার্সদের ৩০.৩ ওভার খেলিয়ে ১০৫ রানে থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কসমোপলিটনের বোলার চন্দন রায় ও মনিশ প্যাটেলের বিধ্বংসী বোলিংয়ে বি সি সি-র ইনিংস ১০৫-এ থেমে যায়। বিজয়ী কসমোপলিটনের পক্ষে বাবুল দে-র শতরান, সৌরভ থুব্রিকারের ৬৭ রান এবং শংকর পালের ৪৬ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বাবুল ১৩৪ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করে। বোলিংয়ে চন্দন ২৪ রানের বিনিময়ে চারটি এবং মনিশ ১৯ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। বিসিসি-র কৃতিদীপ্ত দাস পেয়েছিল দুটি উইকেট। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে চন্দন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

তিন ‘গুপ্তচর’-এর সাহায্যে ধোনিদের হারিয়েছে কলকাতা

দাপট দেখিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। চেন্নাই সুপার কিংসকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়েছে তারা। ১০৪ রান তাড়া করতে নেমে ১০.১ ওভারেই জিতে গিয়েছে কেকেআর। ৮ উইকেটে এই জয়ের নেপথ্যে তিন জনের নাম করেছেন কেকেআরের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। তিন জন গুপ্তচরের কাজ করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে অবশ্য তিনি নিজেও রয়েছেন।

ম্যাচ শেষে রাহানে বলেন, “আমি গত দু’বছর চেন্নাইয়ের হয়ে খেলেছি। মইনও (আলি) খেলেছে। ডোয়েন ব্র্যাভো দীর্ঘ দিন চেন্নাইয়ে খেলেছে। এখানকার উইকেট আমরা তিন জনই ভাল ভাবে চিনি। সেই জন্য পরিকল্পনা করতে সুবিধা হয়েছে। তবে কী পরিকল্পনা করেছিলাম তা এখনই বলব না। কারণ, সামনে আরও অনেক ম্যাচ খেলতে হবে।”

ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে রাহানেরা ভেবেছিলেন, এই উইকেটে ১৭০ রান হবে। কিন্তু মাত্র ১০৩ রানে শেষ হয়ে গিয়েছে চেন্নাই। তার পুরো কৃতিত্ব স্পিনারদের দিয়েছেন রাহানে। তিনি বলেন, “স্পিনারেরা যে ভাবে বল করেছে তা এক কথায় অসাধারণ। মইনকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত যে সঠিক তা প্রমাণিত হয়েছে। সুনীল ও বরুণও দুর্দান্ত বল করেছে। আগের ম্যাচে সুনীল রান দিয়েছিল। কিন্তু এই ম্যাচে ও ফিরেছে। বৈভব ও হর্ষিতও ভাল বল করেছে। সব মিলিয়ে দলের বোলারদের নিয়ে আমি খুব খুশি।”

রান তাড়া করতে নেমে দ্রুত খেলা শেষ করেছে কেকেআর। ফলে নেট রানরেট বেড়েছে তাদের। এক লাফে ছ’নম্বর থেকে তিন নম্বরে উঠেছেন রাহানেরা। তবে রান তাড়া করতে নেমে তাঁদের শুরুতে নেট রানরেটের কথা মাথায় ছিল না বলেই জানিয়েছেন রাহানে। কেকেআরের অধিনায়ক বলেন, “আমরা শুরুতে শুধু জয়ের কথা ভাবছিলাম। কত তাড়াতাড়ি জিতব তা ভাবিনি। কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে সুনীল ও ডি’কক দুর্দান্ত শুরু করেছে। পাওয়ার প্লে-র পরে আমাদের মনে হয়েছিল, এ বার দ্রুত খেলা শেষ করতে পারি। তা হলে নেট রানরেট ভাল হবে। সেটা হয়েছে।” এই মরসুমে কেকেআর একটি করে ম্যাচ হেরেছে ও একটি করে জিতেছে। তবে সামনের ম্যাচে সেটা চান না রাহানে। এ বার তিনি শুধু জিততেই চান। রাহানে বলেন, “এ বারের প্রতিযোগিতায় আমরা খারাপ খেলিনি। দু’-একটা ভুল করেছি। তাই হেরেছি। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছি। আগামী দিনে আর সেই ভুল করতে চাই না। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে পরের ম্যাচে নামব।” কেকেআরের পরের ম্যাচ ১৫ এপ্রিল, মঙ্গলবার। চণ্ডীগড়ের মাঠে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। গত বার কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করা শ্রেয়স আয়ার থাকবেন সামনে। এখন দেখার, সেই ম্যাচেও রাহানের মুখে হাসি ফোটে কি না।

নারাইনের রহস্য ভেদ করবে কে

‘বলতে পারেন অনেকটাই। আশা করি, পরেরবার একটা ভালো ক্যাচও নেব।’

বল হাতে নিয়েছেন ৩ উইকেট, ব্যাট হাতে ১৮ বলে ৪৪ রান। চেন্নাই সুপার কিংসকে ১০৩ রানে আটকে দিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স যে ৮ উইকেটের বড় জয় তুলেছে, তাতে মূল অবদান সুনীল নারাইনেরই। খেলা শেষে ম্যাচসেরার পুরস্কার হাতে তুলে দেওয়ার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নিখুঁত একটা ম্যাচ খেললেন, তাই না?

তখনই ‘ভালো ক্যাচের ঘাটতি’র কথা নারাইনের মুখে। বিজয় শঙ্করের ক্যাচ মিস করেছিলেন, ইঙ্গিত করেছিলেন সেদিকেই। ক্যাচ মিসের ঘটনাটি বাদ দিলে চিপকে চেন্নাইয়ের বিব্রতকর হারের মূল অনুঘটকই নারাইন। তবে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল একটু সান্ত্বনা নিতেই পারে। এই নারাইন শুধু চেন্নাইকে নয়, বছরের পর বছর বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিচ্ছেন সব দলকেই। যার বড় প্রমাণ দুটি নতুন রেকর্ডে।

চেন্নাইয়ের বিপক্ষে নারাইন ৩ উইকেট নিয়েছেন ৪ ওভারে ১৩ রান দিয়ে।

আইপিএলে ম্যাচ ৪ ওভার বোলিং করে ১৫ রানের কম দিলেন এ নিয়ে ১৩ বার। আইপিএলের দেড় যুগের ইতিহাসে এটি কিপটে বোলিংয়ে নতুন রেকর্ড। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২ বার এমন বোলিংয়ের কীর্তি আছে স্পিনার রশিদ খানের।

রশিদ আফগানিস্তানের খেলোয়াড়, আইপিএল অভিষেকও নারাইনের বেশ পরে (২০১৭ সালে, নারাইনের ২০১২)। তবে ৩৬ বছর বয়সী এই ক্যারিবীয় ক্রিকেটার একই ম্যাচে পেছনে ফেলেছেন ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিনকেও।

আইপিএলের প্রথম আসর থেকে খেলে চলা অশ্বিন এখন পর্যন্ত ম্যাচে ৪ ওভার বল করে একটিও বাউন্ডারি হজম করেননি ১৫ বার। যে রেকর্ডে ভাগীদার ছিলেন নারাইন। গতকাল চিপকে অশ্বিনের দলের কোনো ব্যাটসম্যান নারাইনকে একটি বাউন্ডারিও মারতে না পারায় রেকর্ডটি এখন শুধুই তাঁর। আইপিএল ১৬ বার বাউন্ডারিশূন্য ৪ ওভারের বোলিং। নতুন দুটি রেকর্ড গড়া নারাইন এখন স্বীকৃত টি—টোয়েন্টিতে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পথে। টি—টোয়েন্টিতে একটি দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেটের রেকর্ডটা এখন সামিত প্যাটেলের, যিনি নটিংহামশায়ারের হয়ে নিয়েছেন ২০৮ উইকেট। ১৩ বছর ধরে কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলা নারাইনের উইকেট ২০৩টি। দরকার মাত্র ৬ উইকেট। নারাইন যা করে ফেলতে পারেন এ মৌসুমেই।

ছ’টির মধ্যে পাঁচটিতে হার, প্লে-অফে ওঠার কথা ভাবছে চেন্নাই!

একের পর এক ম্যাচে হেরে যাচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংস। অধিনায়ক হিসাবে ফিরেও মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সঙ্গী হার। ইতিমধ্যেই আইপিএলে ছ’টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হেরে গিয়েছেন তাঁরা। মাত্র দু’পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে চেন্নাই। এখান থেকে প্লে-অফে ওঠা কি সম্ভব?

সাধারণত আইপিএলের প্লে-অফে ওঠার জন্য সাত বা আটটি ম্যাচে জয় প্রয়োজন হয়। চেন্নাইয়ের এখনও আটটি ম্যাচ বাকি। ফলে কাজটা কঠিন হলেও এখনও অসম্ভব নয়। বাকি আটটি ম্যাচের সব ক’টি জিততে পারলে চেন্নাই পৌঁছে যাবে ১৮ পয়েন্টে। যা প্লে-অফে ওঠার অঙ্ক অনেক সহজ করে দেবে। যদি তারা আটটির মধ্যে সাতটিতে জিততে পারে, তা হলেও প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। কঠিন হবে যদি শেষ আটটি ম্যাচের মধ্যে চেন্নাই তিনটিতে হেরে যায়। সে ক্ষেত্রে চেন্নাইয়ের পয়েন্ট হবে ১২। প্লে-অফে ওঠার জন্য সেটা যথেষ্ট না-ও হতে পারে।

চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইকেল হাসি এখনই প্লে-অফের আশা ছাড়তে নারাজ। তিনি বলেন, “এখনই হার মেনে নিচ্ছি না আমরা। আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রথম চারের মধ্যে থাকার। আইপিএল অনেক বড় প্রতিযোগিতা। আমাদের জয়ে ফিরতে হবে।

এই মুহূর্তে আমরা জয় পাচ্ছি না। ভাল ক্রিকেট খেলতে পারছি না আমরা। তবে সময় যে বদলাবে না, সেটা ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। যদি আমরা ভাল খেলতে পারি তা হলেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব। কয়েকটা ম্যাচে জয় পেলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে। প্লে-অফে ওঠার লড়াইয়ে আমরা হয়তো নীচের দিকে থাকব। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি। বিশ্বাস করি আমরা পারব।”

পয়েন্ট তালিকায় সকলের নীচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ৫ ম্যাচে ২ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। চেন্নাই ৬ ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট পেয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৫ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে। এই তিন দলই চেষ্টা করবে দ্রুত জয়ে ফিরতে।

নির্বাসিত দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার

পাকিস্তান সুপার লিগে ছিলেন বাবর আজমের দল পেশওয়ার জলমিতে। কিন্তু হঠাৎ ডাক পান আইপিএলের দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পিএসএল ছেড়ে আইপিএল খেলতে চলে আসেন। যে সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন পস্তাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার কর্বিন বোশ।

কর্বিন জানিয়েছেন, আইপিএল খেলতে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর উচিত হয়নি। তিনি বলেন, “পাকিস্তান সুপার লিগ থেকে নাম প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তা নিয়ে আমার আক্ষেপ রয়েছে। পেশওয়ার জলমির সমর্থক এবং পাকিস্তানের মানুষদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। পিএসএল খুবই সম্মানীয় প্রতিযোগিতা। আমার সিদ্ধান্তের জন্য সেখানে যে হতাশা তৈরি হয়েছে, তা বুঝতে পারছি। আমি খুবই দুঃখিত।”

পিএসএলের ড্রাফটে ডায়মন্ড বিভাগে ছিলেন কর্বিন। সেখান থেকে তাঁকে দলে নেয় পেশওয়ার। কিন্তু আইপিএলে লিজাড উইলিয়ামস চোট পাওয়ায় তাঁর জায়গায় মুম্বই দলে নিতে চায় কর্বিনকে। তিনি রাজি হয়ে যান। পিএসএল ছেড়ে আইপিএলে চলে আসেন কর্বিন। যে কারণে পিএসএলে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে কর্বিনকে। সেই সঙ্গে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মুম্বইয়ের হয়ে খেলার সুযোগ তিনি পাননি।

৩০ বছরের কর্বিন দেশের হয়ে একটি টেস্ট এবং দু’টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি লিগ মিলিয়ে তিনি ৮৬টি ম্যাচে ৫৯টি উইকেট নিয়েছেন। সেই সঙ্গে করেছেন ৬৬৩ রান। এর আগে রাজস্থান রয়্যালসে ছিলেন তিনি। যদিও এখনও পর্যন্ত আইপিএলে কোনও ম্যাচই খেলেননি তিনি।

ধোনিকে বেলাগাম আক্রমণ শেহওয়াগের

নেতৃত্বে ফিরেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের দিনেই কেকেআরের কাছে লজ্জার হার সিএসকে’র। চিপকের মাঠে সবচেয়ে কম রান করার লজ্জার নজির গড়েছে। চার বলে মাত্র ১ রানে আউট হয়েছেন ধোনি। যদিও সেই আউট নিয়ে সংশয়। ‘আলট্রা এজ’ দেখার পর নেটপাড়ায় শুরু হয়েছে বিতর্ক। যদিও, বীরেন্দ্র শেহওয়াগ এসব তোয়াক্কা না করে সরাসরি আক্রমণ করে বসেন ধোনিকে।

ধোনি যদি শেষ পর্যন্ত থাকতেন, তাহলে কি তিনি ম্যাচ বাঁচাতে পারতেন? প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার শেহওয়াগ। মাহিকে বেলাগাম আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘ধোনি শেষ পর্যন্ত থাকলেও মনে হয় না সিএসকে’কে বাঁচাতে পারত। ও আউট না হলে বড় জোর ১৩০ রান হত। কেকেআর কিন্তু মাত্র ১০.১ ওভারে ১০৪ তাড়া করেছে। বাড়তি রান তাড়া করতেও বেশি সময় লাগত না।

একটাই পার্থক্য হত, আমরা সাড়ে ১১টায় লাইভে আসতে পারতাম।” তাঁর এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার, ধোনি তো বটেই, সিএসকে’র পারফরম্যান্স নিয়ে তুমুল হতাশ বীরু।

চিপকে এর আগে কখনও টানা তিনটি ম্যাচ হারেনি সিএসকে। শুক্রবার কেকেআর ম্যাচে ৭২ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে বসে তারা। সেই সময়ে ব্যাট করতে নামেন ‘থালা’। গোটা স্টেডিয়াম ‘ধোনি-ধোনি’ শব্দব্রহ্মে তাঁকে স্বাগত জানায়। যদিও তাদের এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মাত্র চার বল খেলে সুনীল নারিনের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। সিএসকে’র রান তখন ৭৫/৮।

নারিনের যে বলটিতে ধোনি লেগ বিফোর হন, তা নাকি ব্যাটে লেগেছিল। ধোনি রিভিউ নেন। কিন্তু বেশ কিছুটা সময় নিয়ে থার্ড আম্পায়ারও তাঁকে আউট দেন। যদিও আলট্রা এজ দেখে অনেকেই এই আউট নিয়ে সন্দিহান। কারণ যে ‘স্পাইক’ দেখা গিয়েছে, তাতে মনে হয়েছে সিএসকে অধিনায়ক আউট ছিলেন না। আর এরপরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। যদিও সেসব বিতর্কের ধার ধারেননি না বীরু।

আইপিএলে পিচ-বিতর্ক বেড়েই চলেছে!

কলকাতা নাইট রাইডার্স, লখনউ সুপার জায়ান্টস, চেন্নাই সুপার কিংসের পর এ বার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আইপিএলে আরও একটি দল অভিযোগ করল যে, ঘরের মাঠের সুবিধা তারা পাচ্ছে না। এই বিষয়ে পিচ প্রস্তুতকারকের সঙ্গে কথা বলবে তারা। আইপিএলে পিচ নিয়ে বিতর্ক বেড়েই চলেছে। এ ভাবে একের পর এক দল অভিযোগ করলে চাপ বাড়বে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উপর।

বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হেরেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। চলতি মরসুমে পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে বেঙ্গালুরু যে দু’টি ম্যাচ হেরেছে সেই দু’টিই ঘরের মাঠে। চিন্নাস্বামীর উইকেটে সাধারণত বড় রান হয়। কিন্তু দু’টি ম্যাচে তা দেখা যায়নি। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ ও দিল্লির বিরুদ্ধে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান করেছেন বিরাট কোহলিরা। তাঁদের দেখে মনে হয়েছে, চিন্নাস্বামীর উইকেটে রান করা অত সহজ নয়। দিল্লির কাছে হেরে পিচ নিয়ে অভিযোগ তুলেছে বেঙ্গালুরু। ম্যাচের শেষে সাংবাদিক বৈঠকে দলের মেন্টর দীনেশ কার্তিক জানিয়েছেন, তাঁরা পিচ নিয়ে খুশি নন। কার্তিক বলেন, “প্রথম দুটো ম্যাচে আমরা ভাল পিচ চেয়েছিলাম। কিন্তু এমন উইকেট দেওয়া হল, যেখানে ব্যাট করা কঠিন। ব্যাটারেরা সুবিধা পাচ্ছে না। দুটো ম্যাচের রান দেখলেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটিং ভাল না হলে জেতা মুশকিল। ঘরের মাঠে দুটো ম্যাচেই একই ঘটনা ঘটেছে। আমরা পিচ প্রস্তুতকারকের সঙ্গে কথা বলব। ওঁর উপর আমাদের বিশ্বাস আছে।”কার্তিকের মতে, টি-টোয়েন্টিতে চার-ছক্কা দেখতে না পেলে দর্শকেরা হতাশ হন। তাই প্রতিটি মাঠেই ব্যাটিং পিচ করা উচিত। তিনি বলেন, “টি-টোয়েন্টি বিনোদনের খেলা। দর্শকেরা চার-ছক্কা দেখতে চান। তাই বেশি রান হলে সেই ম্যাচে দর্শকদের উত্তেজনাও বেশি থাকে। আমার মনে হয়, টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের বেশি সুবিধা দেওয়া উচিত। তেমন উইকেট বানাতে হবে।” ব্যাটিং উইকেটের দাবি করলেও বিভিন্ন মাঠে গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটারদের মানিয়ে নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কোহলিদের মেন্টর বলেন, “সব মাঠে পিচ এক রকম হবে না। পরিবেশ এক রকম হবে না। সেটা ব্যাটারদের বুঝতে হবে। সেই অনুযায়ী দ্রুত নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে। এ বার অ্যাওয়ে ম্যাচে আমরা সেটা করতে পেরেছি। কিন্তু ঘরের মাঠেই হয়নি।”এ বারের আইপিএলে পিচ নিয়ে প্রথম অভিযোগ করেছিলেন অজিঙ্ক রাহানে। ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গালুরুর কাছে হারের পর কেকেআরের অধিনায়ক জানিয়েছিলেন, তাঁরা স্পিন সহায়ক পিচ চান। সেই আর্জি উড়িয়ে দিয়েছিলেন ইডেনের পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়। সেই ঘটনায় বিতর্ক হয়েছিল। পরে লখউয়ের মেন্টর জাহির খান ও চেন্নাইয়ের প্রধান কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংও ঘরের মাঠে পিচ নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। সেই তালিকায় এ বার যোগ হল বেঙ্গালুরুর নাম। এই বিতর্কের মাঝে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতিটি দলের উচিত আইপিএল শুরু হওয়ার আগে পিচ প্রস্তুতকারকের সঙ্গে আলোচনা সেরে নেওয়া।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সীমান্তে ফের অনুপ্রবেশ, প্রশ্নের মুখে বিএসএফের ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৩ এপ্রিল।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের ঘটনা নিয়ে ফের একবার তীব্র প্রশ্ন উঠছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কার্য্যকারিতা নিয়ে। বিলোনিয়া মহকুমার আমজাদ নগর সীমান্ত দিয়ে গতকাল সন্ধ্যা রাতে তারকাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে একসঙ্গে ৭ জন বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে প্রবেশ করে বলে জানা গেছে। বর্তমানে তারা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস রিষভের নেতৃত্বে এবং বিলোনিয়া থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে এর প্রচেষ্টায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ মনুরমুখ তবলা চৌমুহনি এলাকার নাকা চেকিং পয়েন্টে একটি সাদা ইকো মারুতি গাড়িকে থামিয়ে চেকিং শুরু করলে সাত জন বাংলাদেশী একসাথে উদ্ধার হয়। সাথে সাথে গাড়ির চালক রাজু বিশ্বাস সহ সাতজন বাংলাদেশীকে বিলোনিয়া থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। সাতজনই স্বীকার করে তাদের বাড়ি বাংলাদেশ সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তারা আমজাদ নগর তার কাটার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের দিক থেকে একজন টাকার বিনিময় তাদেরকে এদেশে আসতে সাহায্য করে এবং গাড়িটি ভাড়া করে তাদেরকে আগরতলা পাঠিয়ে দিতে সহযোগিতা করে। তারা আরো জানায় বাংলাদেশে তারা নিরপত্তাহীনতায় রয়েছে। তাই তারা তাদের প্রাণ বাঁচাতে তারা ভারতবর্ষে আত্মগোপন করতে চাইছে কিছুদিনের জন্য। তারা সকলেই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সদস্য। এই বিষয়ে বিলোনিয়া থানার ওসি শিবু রঞ্জন দের জানান, তাদের কাছ থেকে ৭ টি এন্ড্রয়েড মোবাইল, একটি কিপ্যাড মোবাইল, ভারতীয় ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৮০ টাকা এবং বাংলাদেশী এক লক্ষ ১,৯৩৫ টাকা উদ্ধার করা হয়।

তারা জানায়, মুসলিম হয়েও তারা বাংলাদেশে নিরাপদ নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে শান্তি নেই। চারিদিকে অশান্তি, খুন ডাকাতি, রাহাজানি, লুট রাজ দিনকে দিন বেড়েই চলছে।

অন্যদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে, অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীরা ইসলামিক জামাতি এর দল এবং সন্ত্রাসবাদীদের সাথে সরাসরি যোগাসাজোস রয়েছে। এদেশে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য তারা অবৈধভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে রাজ্যে ওয়াকফ ইস্যু নিয়ে যে চরম অশান্তি ও নৈরাজ্য চলছে তাতে সহযোগিতা করার জন্য তারা এ রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন জায়গা দিয়ে এই ধরনের অনেক ইসলামিক সংগঠনের লোকজন প্রবেশ করেছে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য।

বিলোনিয়া থানার পুলিশ এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ৭ বাংলাদেশী নাগরিক রবিন হোসেন (২৯), মোহাম্মদ রফি (২৫), আমজাদ হোসেন(২৭), শহীদুর জ্জামান(২৮), ফযজল(২৪),রেহান মোল্লা (২১),এবং গিয়াস উদ্দিন(৩৫) এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী মামলা গ্রহণ করেছে।

অতএব, আজ ১৩/০৪/২০২৫ তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের (মোট ০৮ জন) মহামান্য সিজেএম বেলোনিয়া আদালতে পেশ করা হয়। মহামান্য সিজেএম বেলোনিয়া আদালত ১২ দিনের জেল হেফাজতের আদেশ দেন। অর্থাৎ পরবর্তী দিন ধার্য্য করা হয়েছে ২৪/০৪/২০২৫। সদয় অবগতির জন্য জানানো হল।

ওসি জানিয়েছেন, আজ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিলোনিয়া আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তাদের ১২ দিনের জেল হেফাজতের আদেশ দেন। এ ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুধু আমজাদ নগর নয়, মতাই, ঋষ্যমুখ, রাজনগর, রাঙ্গামুড়া ও রাধানগর সহ একাধিক সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে লাগাতার অনুপ্রবেশ ও পাচার বাণিজ্য চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসব ঘটনা ঘটলেও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কার্য্যত শীতঘুমে আচ্ছন্ন।

সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারির দাবি বহুদিনের। কিন্তু তারকাঁটা বেড়া থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারীরা কিভাবে এত সহজে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করছে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে গুরুতর প্রশ্ন। নিরাপত্তা নিয়ে স্থানীয়রা মনে করছেন, সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করা না হলে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রোধ করা সম্ভব নয়।

বিধায়কের উদ্যোগে টেট ওয়ান ও টেট টু পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্টের ব্যবস্থা ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ এপ্রিল।। বিধায়কের উদ্যোগে টেট ওয়ান ও টেট টু পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হলো ধর্মনগরে। রাজ্যে কিছুদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে টেট ওয়ান এবং টেট টু পরীক্ষা। চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে সরকারি শিক্ষকতার দিক দিয়ে পরীক্ষার্থীদের বিশেষ ভাগ্য নির্ধারণ করে সেই টেট ওয়ান এবং টেট টু পরীক্ষা। তাছাড়াও পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

রাজ্য বিধানসভার সদস্য তথা ৫৫ নং বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ উনার নিজ উদ্যোগে ধর্মনগরে সরকারি মহাবিদ্যালয়ে সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্টের ব্যবস্থা করেন। বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ জানান, তিনি চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বারা এই মক টেস্টের ব্যবস্থা করেন এবং তার জন্য কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের।

পাশাপাশি যেসব ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে এই মক টেস্টে তাদের কাছ থেকেও কোনরকম টাকা নেওয়া হয়নি। জানা যায়, এই ধরনের মক টেস্ট এক মাস ব্যাপী চলবে। আজ প্রায় ৩ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী উত্তর ত্রিপুরা জেলা সহ অন্যান্য জেলা থেকেও এই মক টেস্টে অংশ নেয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেন, অর্থের অভাবে অতীতে তিনি লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাই তিনি চান, বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আরো বিশেষ সুবিধা লাভ করে সেদিক দিয়ে তিনি চেষ্টা করে যাবেন।

চৈত্রমেলার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ফল ও জল বিতরণ করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। পুরনিগমের ২০ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে চৈত্রমেলার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ফল ও জল বিতরণ করেন মেয়র দীপক মজুমদার ও ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র শকুন্তলা রোডে চৈত্রের মেলা বসেছে।

এখানে রিডাকশন সেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করে একদিকে যেমন ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছেন অন্যদিকে ক্রেতারাও লাভবান হচ্ছেন। আগরতলা পুরনিগম এইসব ব্যবসায়ীদের বিনা পয়সায় ব্যবসা করার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সুন্দরভাবেই চলছে চৈত্রের মেলা। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে দু পয়সার রোজগারের জন্য ব্যবসায়ীরা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না দত্তের উদ্যোগে চৈত্রের মেলায় আগত ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় এবং ফল বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কর্পোরেটর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, ব্যবসায়ীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করতে পারেন সেজন্যই পুর নিগমের তরফ থেকে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে যাতে আরো বেশি সংখ্যক ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় সেদিকে চেষ্টা চালানো হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

আড়ালিয়া পঞ্চবটি এলাকায় বাবাসাহেব আম্বেদকরের মর্মরমূর্তিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। বিজেপি প্রদেশ তপশিলী জাতি মোর্চা এবং ১৩ প্রতাপগড় মন্ডলের যৌথ উদ্যোগে সংবিধান প্রণেতা ড: বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আড়ালিয়া পঞ্চবটী এলাকায় বাবা সাহেবের মর্মরমূর্তির সাফাই এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আজ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য এবং আগরতলা পুর নিগম ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ অন্যান্য।

এদিনের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাংসদ তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেন, দলের উদ্যোগে বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে যে সকল জায়গায় বাবা সাহেবের মর্মর মূর্তি রয়েছে সেগুলি পরিষ্কার করে সেখানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে এদিন আড়ালিয়ায় বাবাসাহেব আম্বেদকরের মর্মর মূর্তি পরিষ্কার করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। আগামীকাল মূল অনুষ্ঠান হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বাজার উচ্ছেদ ইস্যুতে পুর নিগমের মেয়রকে চিঠি প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র এবং রামনগরের বিধায়ক দীপক মজুমদারের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠালেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে। গাঙ্গাইল রোড সংলগ্ন লেক চৌমুহনী বাজার থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ব্যবসা করা সবজি, মাছ ও ফল বিক্রেতাদের উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন না হওয়ার প্রসঙ্গেই এই চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

চিঠিতে তাপস দে লেখেন, প্রগতিশীল ও সংগঠিত বাজার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পুর নিগমের পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

সর্ব আবহাওয়ায় ব্যবহারযোগ্য রাস্তা নির্মাণ এবং বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গৃহীত হওয়া এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। তবে এই উন্নয়ন অভিযানের আড়ালে যেভাবে ওই অসংগঠিত ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তা তিনি 'অমানবিক' বলে অভিহিত করেছেন।

বিশেষত, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত আদিবাসী বিক্রেতারা, যাঁদের জীবিকা শুধুমাত্র মাছ, সবজি ও ফল বিক্রির ওপর নির্ভর করে, তাঁদের জন্য কোনও বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না রেখেই উচ্ছেদ কার্য্যক্রম পরিচালিত হয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তিনি।

তাপস দে আরও বলেন, পরিকল্পনার অভাবে আজ সেই বিক্রেতারা আগের স্থানেই ফের বেচাকেনা করতে বাধ্য হচ্ছেন খোলা রোদে, বৃষ্টিতে ভিজে। যদি এমনটাই হতে হতো, তবে কেনই বা তাঁদের উচ্ছেদ করা হলো? চিঠিতে মেয়রের উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন তুলেন তিনি।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই সিদ্ধান্ত হঠকারী ও অপরিপক্ক মনে হচ্ছে।

এমন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের আগে আরও গভীরভাবে ভাবা উচিত ছিল।

মানবিকতার স্বার্থে এবং ন্যায়ের খাতিরে অবিলম্বে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, তাদের স্বাবলম্বী করতে স্বল্প সুদের ঋণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করার জন্য মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চিঠির শেষে তাপস দে আশাপ্রকাশ করেন, মেয়র চিঠিটি গ্রহণ করে দ্রুত ও সংবেদনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং একটি দায়িত্বশীল ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্যাটির সমাধান করবেন।

কমলপুরে আত্মপ্রকাশ করলো মধু-চামেলী স্মৃতি রক্ষা কমিটি নামে একটি সামাজিক সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৩ এপ্রিল।। রবিবার কমলপুরে আত্মপ্রকাশ করলো মধু-চামেলী স্মৃতি রক্ষা কমিটি নামে একটি সামাজিক সংস্থার। রবিবার কমলপুর প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে মধু-চামেলী স্মৃতি রক্ষা কমিটি নামে একটি সামাজিক সংস্থার ঘোষনা দেন সংস্থার সম্পাদক সাহিত্যিক তথা বিশিষ্ট শিক্ষক সঞ্জয় কুমার দাস। মোট ১৫ জনকে নিয়ে মধু- চামেলী স্মৃতি রক্ষা কমিটি সামাজিক সংস্থা গঠন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার সম্পাদক সঞ্জয় কুমার দাস ছাড়াও সংস্থার সভাপতি শিক্ষক গৌতম শীল, কোষাধ্যক্ষ শিক্ষক রাতুল দত্ত চৌধুরী, পৃষ্টপোষক শশাঙ্ক শেখর দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার সম্পাদক সঞ্জয় কুমার দাস বলেন, স্বর্গীয় বিশিষ্ট শিক্ষক মধু সূধন দেব ও উনার সহধর্মিনী স্বর্গীয়া বিশিষ্ট শিক্ষিকা চামেলী বিশ্বাস আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু, উনারা সমাজের জন্য, মানুষের জন্য এবং ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অনেক সামাজিক কাজ করে গেছেন। সমাজে নতুন দিশা দেখানোর জন্য মধু- চামেলী স্মৃতি রক্ষা কমিটি নামে সামাজিক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। আমাদের সামাজিক কাজের জন্য উনাদের কনিষ্ঠ পুত্র শশাঙ্ক শেখর দেব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যারা গরীব মেধাবী ছাত্র ছাত্রী আছে বই, খাতা, কলম কিনতে পারছেনা তাদের বই, খাতা, কলম দেওয়া হবে।

সংস্থার পৃষ্ঠপোষক শশাঙ্ক শেখর দেব তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত রয়েছেন। ইতিমধ্যে কমলেশ্বরী কালী মন্দির প্রাঙ্গণে হনুমান মন্দির তৈরী করা, গরীব পরিবারে মেয়ে বিয়ে দেওয়া, শ্রাদ্ধ শান্তিতে সাহায্য করা সহ অনেক সামাজিক কাজ করছেন। এই সামাজিক সংস্থা আগামী দিনে আরও মানুষের জন্য কাজ করে যাবে। সাংবাদিক সম্মেলনের পর দুঃস্থ পরিবারের তিনজন নবম শ্রেনীর ছাত্র ছাত্রীকে দামী টেস্ট বই ,খাতা, কলম তুলে দেন উপস্থিত কর্মকর্তারা।

শেষ বেলায় জমজমাট কল্যাণপুরের চৈত্রমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৩ এপ্রিল।। চৈত্র মাসের একেবারে শেষবেলায় রিডাকশনের বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে জমজমাট চিত্র কল্যাণপুরে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতি এবং রবিবার এই দুইদিন কল্যাণপুর এর সাপ্তাহিক হাটবাজার। সেই হিসেবে আজকে অর্থাৎ রবিবার এই বছরের শেষ হাটবাজারের দিন। এই দিনটার প্রতি তাকিয়ে ছিলেন ব্যবসায়ীরা।

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রেতারা এসে ভিড় জমাবেন এই আশায় বুক বেঁধে চলেছিলেন ব্যবসায়ীরা এবং আজ দিনের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে বাজারে ভিড় বাড়তে থাকে এবং শেষ সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত কল্যাণপুর বাজারে প্রায় তিল ধরনের জায়গা নেই।

অর্থাৎ চিত্রটা হচ্ছে এরকম, যাবতীয় আশঙ্কাকে দূরে ঠেলে শেষ বেলায় হলেও কল্যাণপুরে জমে উঠেছে চৈত্র ছেলের বাজার। কথা বলেছি বিভিন্ন স্তরের কাপড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে জুতা সহ অন্যান্য প্রসাধনী সামগ্রী বিক্রেতাদের সাথে। সকলের বক্তব্যের নির্য্যাস এরকমই ,এতদিন বেচা বিক্রি ভালো ছিল না, তবে গত দু একদিন ধরে ভালই চলছে বাজার এবং আশাবাদী আজ এবং আগামীকাল ভালোই চলবে কল্যাণপুরের চৈত্র সেল এর বাজার। কল্যাণপুর বাজার মানেই শুধু কল্যাণপুর না, নিকটবর্তী ঘিলাতলী ,পশ্চিম ঘিলাতলী , দাড়িকাপুর, কুঞ্জবন ,রজনী সরদার পাড়া, বাগানবাজার ইত্যাদি বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষের ভরসার কেন্দ্র।

ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড়ে ছয়ালাপ কল্যাণপুর যেন জানান দিতে চাইছে নববর্ষকে মহাকলেবর সহ বরণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কল্যাণপুর।

কাব্যলোকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১৪ ও ১৫ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। আগামী ১৪ ও ১৫ এপ্রিল, সোমবার ও মঙ্গলবার বিকাল চারটা থেকে আগরতলা তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে কাব্যলোকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।

গত ২৭ বছর ধরে কাব্যলোক ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করে চলেছে। মূলত বাংলা কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে কৃষ্টি সংস্কৃতির বার্তা পৌঁছে দিতে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে কাব্যলোক। দু''দিনের এই আয়োজনে নববর্ষের সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মনিক সাহা সহ রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত থাকবেন। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব গৌতম হালদার এবং মুম্বাই এর সিনহা সিপ্টাল সহ শান্তিনিকেতনের বাউল শিল্পীগন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। ঢাকের তালে ও শঙ্খ ধ্বনির মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিক সূচনা হবে।

দু''দিনে প্রায় ১০ ঘন্টাব্যাপী এই আয়োজনে চার শতাধিক শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করবেন। জনজাতি, মণিপুরী জনগোষ্ঠির শিল্পীদের অনুষ্ঠান সঙ্গীত, নজরুল গীতি, সলিল চৌধুরীর গান, বৃন্দাবাদন, লোকনৃত্য, সমবেত নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করবেন।

বিদ্যুৎ নিগমের তেলিয়ামুড়া শাখার কর্মীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ এপ্রিল।। বিদ্যুৎ নিগমের তেলিয়ামুড়া শাখার কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। সিনিয়র ম্যানেজার থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

গতকাল তেলিয়ামুড়ার শিববাড়ি এলাকাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট তৈরি হয়। একটা সময় ত্রিপুরা পুলিশে কর্মরত জনৈক কর্মী বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসেন। এরপর সচেতন এই বিদ্যুৎকর্মী দায়িত্ব সহকারে তেলিয়ামুড়ার বিদ্যুৎ নিগমের কর্তাদের গোটা বিষয়ে অবগত করেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুনয় জানান। আশ্চর্য্যের হলেও সত্যি অভিযোগ করার ২৪ ঘন্টার বেশি সময় অতিক্রম হওয়ার পর শহর উপকণ্ঠে শিববাড়ি এলাকাতে যাওয়ার সময় হয় বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের। কি কারনে দেরী হয়েছে, কি কারনে পাঁচ মিনিটের জায়গা অতিক্রম করতে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের প্রায় ৩০ ঘন্টা সময় লেগেছে এই উত্তর দায়িত্বপালনরত কর্মীরা দিতে পারেনি।

পাশাপাশি গতকাল যে পুলিশ কর্মী বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে সামান্য আহত হয়েছিলেন আজ বিদ্যুৎ সমস্যা জনিত কারণে উনারই শিশুসন্তান বিদ্যুতের স্পর্শে এসে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। যেভাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভীতির পরিবেশ এবং বিপদের পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যেতে পারত এমনটাই বলাবলি চলছে। শিববাড়িসহ তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার বিদ্যুৎভোক্তা সহ সাধারণ মানুষের অভিযোগ হচ্ছে তেলিয়ামুড়ার বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা এই সময়ের মধ্যে দিনের পর দিন চূড়ান্ত গাফিলতির পরিচয় দিয়ে চলেছেন। নিগমের মাথায় বসে থাকা সিনিয়র ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দাসের ভূমিকা কে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছেন এলাকার সাধারণ নাগরিকরা। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, বিদ্যুৎ ভোক্তাদের পরিষেবা ঠিকমতো প্রদান করার বদলে সিনিয়র ম্যানেজার বাবু তালবাহানা করেন।

উনকোটি জেলার দেও নদীতে চাকমা সম্প্রদায়ের ফুল বিজু উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৩ এপ্রিল।। প্রতি বছরের মতো এবারও ঊনকোটি জেলার প্যাঁচারথলের দেও নদীতে চাকমা সম্প্রদায়ের মানুষরা গঙ্গা মায়ের চরণে ফুল-ফল বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পালন করলেন ঐতিহ্যবাহী ফুল বিজু উৎসব।

রবিবার সকাল ছয়টায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে শোভাযাত্রা করে প্যাঁচারথল বুদ্ধমন্দির থেকে পায়ে হেঁটে দেউ নদীর তীরে পৌঁছান। সেখানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কুঞ্জবন সেবক সংঘের উদ্যোগে বিনামূল্যে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। ডাঃ বি আর আম্বেদকর এর জন্মদিনকে সামনে রেখে কুঞ্জবন সেবক সংঘের উদ্যোগে বিনামূল্যে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী পাপিয়া দও, সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার কুঞ্জবন সেবক সংঘ সারা বছরই নানা সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার কুঞ্জবন সেবক সংঘ মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্তসহ ক্লাবের কর্মকর্তারা। রক্তদান শিবির সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্লাব কর্মকর্তা জানান সারা বছরই তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত থাকেন।

এর মধ্যে রয়েছে এলাকার গরিব মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, সাফাই অভিযান, রক্তদান শিবির সহ অন্যান্য পরিষেবা মূলক কাজ। সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবেই আজ এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তারা।

ধলাই জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: ধলাই জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সভাপতিত্বে মনু সরকারি ডাকবাংলোতে আজ এক পর্য্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ধলাই জেলায় পূর্ত, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান, গ্রামোন্নয়ন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বন প্রভৃতি দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে পর্য্যালোচনা করা হয়। পর্য্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হন এবং সকল কাজের গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

আজকের এই পর্য্যালোচনা সভায় ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, এম.ডি.সি. সঞ্জয় দাস, এম.ডি.সি. হংসকুমার ত্রিপুরা, ধলাই জোনাল ডেভেলপমেন্ট চেয়ারপার্সন প্রেমলাল মলসম, ধলাই জেলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহিজলায় নৌকা ভ্রমণে বিপত্তি, চার পর্যটককে উদ্ধার করল দমকল বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিপাহীজলা, ১৩ এপ্রিল।। সিপাহিজলার জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে নৌকা ভ্রমণের সময় বড়সড় বিপত্তি ঘটল। রবিবার একদল পর্যটক লেকের মাঝখানে একটি পেডেল বোটে করে ঘুরতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। মাঝ লেকে পৌঁছনোর পরই বোটটি আচমকা নষ্ট হয়ে যায়। এতে চার পর্যটক দীর্ঘ সময় ধরে লেকের মাঝে আটকে পড়েন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় বিশালগড় দমকল বাহিনীর একটি দল। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় নিরাপদে উদ্ধার করা হয় সব পর্যটককে। যদিও এই ঘটনায় কেউ শারীরিকভাবে আহত হননি, তবে আতঙ্ক ছড়ায় পর্যটকদের মধ্যে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থলে কোনও বন কর্মী বা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী উপস্থিত ছিলেন না। ফলে সময়মতো সাহায্য না মেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পর্যটকরা। বন বিভাগের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন অনেকে। এই ঘটনার পর সিপাহিজলার পর্যটন ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা জোরদার করার দিকেও নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বিকল পাম্প মেশিন, কৃষি জমিতে জলসেচের অভাবে ফসল নষ্টের আশঙ্কায় ভুগছেন চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ এপ্রিল।। গোমতী নদীতে জল আছে, নদীর পাশে পাম্প মেশিন আছে, তারপরও জল পাচ্ছে না কৃষকরা, এমনই অভিযোগ। ঘটনা সোনামুড়া মহাকুমার বটতলীর ন্যাংটা দরগাচর এলাকায়।

সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর থেকে সোনামুড়া মূল সড়কের সঙ্গে বটতলীর ন্যাংটা দরগার বিরাট চর রয়েছে। এই চড়ে কৃষকরা বারোমাস সবজি চাষ করেন। এই সবজি চাষ করে কৃষকদের পরিবার কোনরকমে বেঁচে থাকে। কিন্তু গত ২০ দিন ধরে এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas